শিক্ষা বিষয়ক কয়েকটি আলোচনা

(এন সি ই আর টি প্রকাশিত দলিল অনুসরণে সংকলিত)

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

শিক্ষা বিষয়ক কয়েকটি আলোচনা

(এন সি ই আর টি প্রকাশিত দলিল অনুসারে সংকলিত)

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্
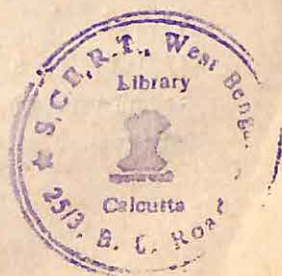
ভূমিকা

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প অনুসারে রাজ্যব্যাপী শিক্ষক অভিমুখীকরণের মাধ্যমিক পর্য্যায়ের দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ গ্রহণ করেছে। এই ব্যাপক কর্মসূচী রূপায়ণে রাজ্য সরকার যথাযথ সহায়তা করছেন।

এন্, সি, ই, আর, টি প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু পুস্তিকা আকারে সুপারিশ করেছেন। তাঁরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন তাঁদের প্রস্তাবিত 'মডিউল'গুলি (modules) সাধারণ রূপরেখা। রাজ্যের পরিস্থিতি ও প্রয়োজন বিচার করে এগুলিকে সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে গ্রহণ করার বা পরিমার্জন/ পরিবর্তন করার অধিকার আমাদের আছে। শিক্ষক অভিমুখীকরণের লক্ষ্য, পদ্ধতি ও প্রশিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে তাঁরা আমাদের পরিকল্পনা জেনে নিয়েছেন এবং বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে স্বতন্ত্র একটি প্রশিক্ষণ সহায়িকা প্রণীত হয়েছে। এন্, সি, ই, আর, টি-র প্রস্তাবিত রূপরেখা থেকে নির্বাচিত অংশগুলি নিয়ে এই পুস্তিকাটি প্রকাশ করা হ'ল।

আশা করি লক্ষ্যের দিকে সুষম পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে এই বইটি মূল্যবান পরিপূরক হিসেবে সাহায্য করবে।

রঞ্জুগোপাল মুখার্জী
(সভাপতি)

সূচীপত্র

ইউনিট ১ঃ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে জাতীয় পাঠক্রমের কাঠামো—একটি ভূমিকা (মঃ 2C)

শিক্ষা পরিকল্পনার শুরুতেই নির্ধারিত হয় সমাজের শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। আর এর পরই স্থির করতে হয় সেই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূরণের জন্য কি কি বিষয় পড়ানো প্রয়োজন, কি কি কর্মকাণ্ড ও ব্যবহারিক কাজ কর্ম ইত্যাদি করা প্রয়োজন। শিক্ষা তত্ত্বের ভাষায় একেই বলে "পাঠক্রম নির্বাচন" (Curriculum Selection)। সুতরাং পাঠক্রম নির্বাচনের যৌক্তিকতা ও সঙ্গতি বুঝার জন্য প্রথমেই সমাজের শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বুঝতে হয়। স্বাধীনতার পর আমাদের জাতীয় উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যেভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমাদের শিক্ষার পাঠক্রমও পরিবর্তিত হয়েছে। আবার জাতীয় জীবনে অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তা আবার মাঝে মাঝেই পরিবর্তিত হচ্ছে। শিক্ষক হিসাবে আমাদের এই পাঠক্রমের সফল রূপায়ন করতে হবে। তাই সময় ও অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে পাঠক্রমের গতিশীল রীতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

আলোচনার সূত্র ঃ

(১) স্বাধীনতাপূর্ব যুগের পাঠক্রমের কাঠামো সম্পর্কে একটি তালিকা প্রস্তুত করা যেতে পারে।

(২) স্বাধীনতার পর সেই কাঠামোতে কি কি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করা হয়েছে এবং তার পিছনের যুক্তি কি তা লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে।

(৩) কোঠারী কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে সেই কাঠামোকে সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করতে আর কি কি বিষয় যুক্ত হয়েছে এবং কেন হয়েছে তা তালিকাবদ্ধ করা যেতে পারে।

(৪) বর্তমান সময়ে আরো কি কি নতুন উপাদান সংযুক্ত করা প্রয়োজন তা আলোচনা করে স্থির করা যেতে পারে।
(৫) বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যদের যে পাঠক্রম প্রচলিত আছে তার একটি তালিকা তৈরি করা যেতে পারে।

শিক্ষাদানের সময় আপনারা শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের কর্ম-তৎপরতার সঙ্গে যুক্ত করেন। এই সকল কর্ম-তৎপরতাই শিক্ষার্থীদের শিখন লাভে ফলপ্রদ উপায় হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। অর্থাৎ শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছতে যে-সকল কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের জন্য পরিকল্পিত ও সংগঠিত হয় তাকেই পাঠক্রম বলা যায়। পর্যদ প্রকাশিত প্রশিক্ষণ সহায়িকায় এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

আলোচনার সূত্র ঃ

(১) আপনার বিদ্যালয়ে সাধারণত আপনি যে সব কর্ম-তৎপরতা সংগঠিত করেন তার একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।
(২) শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সেই সব কর্ম-তৎপরতার সম্পর্ক নির্ধারণ করুন।
(৩) প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা পেলে আপনি আরও কি কি কর্ম-তৎপরতা সংগঠিত করতে ইচ্ছুক তারও একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।
(৪) নতুন কর্ম-তৎপরতাগুলি শিক্ষার কোন কোন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক হবে তা নির্ধারণ করুন।

আপনাদের মধ্যে যাঁরা অভিজ্ঞ শিক্ষক তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন বিভিন্ন সময়ে পাঠক্রমের পরিবর্তন করা হয়েছে। সমাজের পরিবর্তন এবং কাম্য উত্তরণের দিকে লক্ষ্য রেখেই পাঠক্রমের প্রকৃতিগত পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য, পাঠ্য বিষয় বস্তুর সংগঠন, শিক্ষা পদ্ধতি ও মূল্যায়ন সব কিছুর উপরই পাঠক্রম পরিবর্তনের প্রভাব পড়েছে। তা ছাড়া সৃজন ও চিন্তার ক্ষমতা

বিকাশের ব্যবস্থাও বর্তমান পাঠক্রমের অঙ্গীভূত। এক সময় ছিল যখন বিজ্ঞান শিক্ষা পাঠক্রমে স্থান পায়নি, কিন্তু বর্তমান সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবর্ধমান বিকাশের যুগে বিজ্ঞান শিক্ষা অপরিহার্য। কর্ম-তৎপরতা এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষাও স্থান পেয়েছে পাঠক্রমে। শেষেরটি অবশ্য +২ (উচ্চ-মাধ্যমিক) স্তরে। মূলকথা হলো পাঠক্রম হবে গতিশীল। সমাজের প্রয়োজন এবং বিকাশের অভিলাষের সাথে সাথে পাঠক্রমও পরিবর্তিত হয়। এ নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে প্রশিক্ষণ সহায়িকায়।

আলোচনার সূত্র ঃ

(১) গত দশ বছরে বিদ্যালয় পাঠক্রমে এবং আপনার বিষয়ের পাঠ্যসূচীতে যে পরিবর্তনগুলি হয়েছে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

(২) এ পরিবর্তনগুলি কেন হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করুন।

একথা প্রায়ই বলা হয় যে, জাতীয় প্রয়োজন এবং বিকাশ সাধনের সঙ্গে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা তাল রেখে চলতে পারেনি—এটা একটা উদ্বেগের বিষয়। এমন একটি সমাজ ব্যবস্থাই আমাদের কাম্য যে সমাজ ব্যবস্থায় সকল নাগরিকই পাবে সমান অধিকার, সমান সুযোগ এবং সুবিচার। ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা, ইত্যাদি বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে প্রতিরোধ করার জন্য আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে যেমন সংরক্ষণ করা প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন জাতীয় ঐক্য ও সংহতিকে সুদৃঢ় করা। চরিত্র গঠন, সাংবিধানিক দায়িত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি, পরিবেশ সংরক্ষণ ও জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ের উপরও জোর দেওয়ার প্রয়োজন আছে। সর্বোপরি বিভিন্ন ধরনের ভূমিকা পালন করার দায়িত্ববোধ শিক্ষালাভ থেকেই জাগ্রত হবে। এই ভূমিকাগুলি হলো জাতীয় সংহতির উন্নতি সাধনের মানসিকতা, ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে যে সকল বিচ্ছিন্নতাকামী ঝোক আছে তার বিরুদ্ধে

সংগ্রাম করা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার ইত্যাদি থেকে মুক্ত করা এবং শিশুকে সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে ভাবতে শেখা। প্রশিক্ষণ সহায়িকায় এ নিয়েও আলোচনা আপনারা দেখতে পাবেন।

আলোচনার সূত্র ঃ

আপনার বিষয়ের প্রচলিত পাঠ্যসূচী ও পাঠ্য-পুস্তকে—

(ক) জাতীয় সংহতি, সামাজিক ঐক্য ও সম্প্রীতি বৃদ্ধির উপাদানগুলি চিহ্নিত করুন।

(খ) ধর্মনিরপেক্ষতা, সাম্প্রদায়িক ঐক্য-সংহতি বৃদ্ধির উপাদান-গুলি চিহ্নিত করুন।

(গ) কুসংস্কার মুক্ত বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিশীল মানসিকতা গড়ে তোলার উপাদানগুলি চিহ্নিত করুন।

(ঘ) পরিবেশ সচেতনা বৃদ্ধি ও পরিবেশ সংরক্ষণের অভ্যাস গড়ে তোলার উপাদানগুলি চিহ্নিত করুন।

(ঙ) সামাজিক দায়িত্ব ও মানবিক মূল্যবোধ গড়ে তোলার উপাদানগুলি চিহ্নিত করুন।

(চ) আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি ও বিশ্বশান্তির সপক্ষে মানসিকতা গড়ে তোলার উপাদানগুলি চিহ্নিত করুন।

(ছ) উপরিউক্ত বিষয়গুলির বিরুদ্ধবাদী কোন উপাদান থাকলে তাও চিহ্নিত করুন।

ভারতবর্ষ একটি বিশাল দেশ। ভৌগলিক, সামাজিক, অর্থ-নৈতিক, ভাষা, সাম্প্রদায় প্রভৃতি নানা দিক থেকে তা বৈচিত্রপূর্ণ। আর এই বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যই হলো যুগ যুগ ধরে ভারত ইতিহাসের মর্মকথা। সুতরাং শিক্ষা ব্যবস্থায়ও তার প্রতিফলন হতে বাধ্য। তাই জাতীয় স্তরে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে যেমন একটি ঐক্যবদ্ধ জাতীয় পরিকল্পনা প্রয়োজন, তেমনি প্রতিটি রাজ্যেরই তার স্থানীয় প্রয়োজন ও চাহিদা অনুসারে তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা পরিকল্পনা ও রূপায়নের স্বাধীনতা থাকবে। বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক, ভাষাগত, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র

আমাদের গর্ব এবং তা থেকেই আমাদের দেশ শক্তি অর্জন করেছে। ভারতীয় সংস্কৃতির যে বিরাট সম্পদ তার মর্ম উপলব্ধির মাধ্যমে জনগণের ঐক্য গড়ে উঠেছে। জাতীয় শিক্ষা পদ্ধতি আঞ্চলিক ভারসাম্য বজায় রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে এবং স্থানীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত কর্তাব্যক্তিগণ বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের জন্য একটি নমনীয় কাঠামোর মাধ্যমে শিশুদের শিক্ষার ন্যূনতম মানে পৌঁছে দিতে সাহায্য করবে।

এরূপ একটি ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হলো ঃ

(১) একটি নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত জাতি, ধর্ম, ভৌগলিক অবস্থান, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থীকেই একটি তুলনীয় উৎকর্ষ সাধক সাধারণ শিক্ষা লাভের সমান অধিকার।

(২) সকল শিক্ষার্থীর জন্য কেবল শিক্ষা লাভের সমান অধিকারই নয়, সামর্থ অর্জনের সফলতার ব্যাপারে সমান সুযোগের সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করা।

(৩) 10 + 2 + 3 স্তরের সাধারণ শিক্ষা কাঠামো।

(৪) একটি জাতীয় শিক্ষা কাঠামো যার উপাদান হবে কয়েকটি সাধারণ আবশ্যিক পঠিতব্য বিষয় এবং অন্য কতকগুলি নমনীয় বিষয়।

(৫) দেশের বিভিন্ন অংশের অধিবাসীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র অনুধাবন করতে উৎসাহ প্রদান। সেই সঙ্গে প্রতিটি অঞ্চলের ভাষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানো।

(৬) জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় সাধন।

(৭) অর্থনৈতিক, সামাজিক ও বস্তুগত বিকাশের প্রয়োজনে মানব সম্পদের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানো।

এ সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ সহায়িকায় বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

আলোচনার সূত্র ঃ

(১) উপরিউক্ত বৈশিষ্টগুলি নিয়ে আলোচনার ভিত্তিতে এই তালিকাকে পরিমার্জিত, পরিবর্ধিত ও সমৃদ্ধতর করা যেতে পারে।

(২) পশ্চিমবাংলায় শিক্ষার ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্যগুলি কিরূপে বাস্তবায়িত হচ্ছে তা আলোচনা করা যেতে পারে।

ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশক নীতিতে ৬-১৪ বছর বয়সের সকল শিশুর জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা করাকে রাষ্ট্রের অবশ্য করণীয় বিষয় হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে। যদিও সাংবিধানিক ঘোষণার প্রায় ৪০ বছর পরও তা কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করার ব্যবস্থা হয় নি। তবু আমাদের সেই উদ্দেশ্য সাধনের পথে অবিচলভাবে অবশ্যই এগিয়ে যেতে হবে। এই পর্যায়ের শিক্ষার পরিধি প্রধানতই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। তাই জাতীয় শিক্ষার সফল বিকাশের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার প্রতি প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দিতে হবে। বর্তমানে সর্বভারতীয় শিক্ষা কাঠামো অনুসারে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা এবং ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা বলা হয়। এর পর দু'টি শ্রেণী অর্থাৎ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীকে উচ্চ-মাধ্যমিক স্তর বলে গণ্য করা হয়। যদিও আমরা মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরের পঠন-পাঠনের সঙ্গে যুক্ত তবু আমাদের এই তিনটি স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্য ও পাঠক্রমের বিন্যাসের সঙ্গে পরিচয় থাকা দরকার। কোঠারী কমিশনের সুপারিশ-মতো ১৯৬৮ সালে জাতীয় শিক্ষা প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। তাতে এ বিষয়ে বিস্তারিত রূপারেখা দেওয়া হয়েছিল। ইদানিং ১৯৮৫ সালে যে শিক্ষানীতি গৃহীত হয়েছে তাতেও সেই কাঠামোকেই তুলে ধরা হয়েছে।

পশ্চিম বাংলায় ইতোমধ্যে কোঠারী কমিশনের সুপারিশ অনুসরণ

করে ১৯৭৪ সাল থেকে মাধ্যমিক স্তরে অধিকাংশ সুপারিশ কার্যকরী করা হয়েছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য অঙ্গরাজ্য এখন পর্যন্ত সেই ক্রমধারা অনুসরণের বিভিন্ন স্তরে রয়েছে। ইদানিং ১৯৮০ সাল থেকে পশ্চিমবাংলার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে তাকে আরো শিক্ষাতত্ত্বসম্মত ও বাস্তবমুখি করার প্রয়াস চলছে।

আলোচনার সূত্র ঃ

(১) পশ্চিমবাংলায় প্রচলিত প্রাথমিক পাঠক্রম সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে তার সদর্থক দিকগুলি চিহ্নিত করুন।

(২) পশ্চিমবাংলায় প্রচলিত মাধ্যমিক পাঠক্রম সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে তার সদর্থক দিকগুলি চিহ্নিত করুন।

(৩) প্রাথমিক পাঠক্রমের ধারা কিভাবে মাধ্যমিক পাঠ-ক্রমের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে সম্পর্কযুক্ত তা আলোচনা করে চিহ্নিত করুন।

(৪) যদি কোন অসঙ্গতি থেকে থাকে তবে তাও চিহ্নিত করুন।

আগেই বলা হয়েছে শিক্ষার্থীর কাছে পাঠক্রম পৌঁছে দেওয়ার প্রধান দায়িত্ব রয়েছে শিক্ষকদের উপর। শিক্ষক হিসাবে শ্রেণী-কক্ষে পাঠক্রম রূপায়নের অভিজ্ঞতা আপনার আছে। সেই অভিজ্ঞতা থেকে আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে অধিকাংশ শ্রেণীকক্ষে পাঠক্রম রূপায়নের ধরন যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন ধরনের সামর্থ ও দক্ষতা বিকাশে সাহায্য করে না। পাঠক্রমের যে উদ্দেশ্য বলা হয়েছে তার সঙ্গেও এর প্রাসঙ্গিকতা থাকে না। যদিও স্বাধীন চিন্তার মৌলিকতা, সৃজনশীলতা, বিশ্লেষনাত্মক চিন্তা, বিজ্ঞান মনস্কতা ইত্যাদি উদ্দেশ্য তালিকাভুক্ত, কার্যক্ষেত্রে কিন্তু এইসব গুণাবলী বিকাশের দিকে নজর দেওয়া হয় না। শিক্ষাদানের যে প্রচলিত পদ্ধতি তাতে শিক্ষক বলে যান এবং শিক্ষার্থী শুনে যায়।

এর ফলে এই শিক্ষাদান পদ্ধতিতে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় কোন স্থান নেই। প্রকৃত পক্ষে এই পদ্ধতি অবলম্বন করার মূলে রয়েছে বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থা।

শিক্ষককে পাঠদানকারীর বদলে পাঠগ্রহণে সাহায্যকারীর ভূমিকা নিতে হবে। কথোপকথনের মাধ্যমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে ভিত্তি করে শিক্ষাদান করতে হবে। শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন পদ্ধতি এবং বিভিন্ন কর্ম-প্রয়াসে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা অংশ গ্রহণ করতে পারে ; যেমন, পর্যবেক্ষণ, বস্তু সংগ্রহ, সংবাদ সংগ্রহ, পরীক্ষামূলক কাজ প্রদর্শন, প্রকল্প নিয়ে কাজ, খেলার মাধ্যমে শিক্ষা, শিক্ষামূলক ভ্রমণ, শিক্ষামূলক নাটকে অংশ গ্রহণ, দলগত আলোচনা ও কর্মপ্রয়াস, কথোপকথন ও আলোচনা, আরোহী অবরোহী পদ্ধতি, সমস্যা সমাধান পদ্ধতি, আবিষ্কার মূলক শিক্ষা পদ্ধতি প্রভৃতি। পাঠক্রম রূপায়ণ এই সব শিশু-কেন্দ্রিক, পদ্ধতির মাধ্যমেই সার্থক হতে পারে।

আলোচনার সূত্র ঃ

উপরি উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে

(১) আপনার নিজস্ব অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করুন।

(২) আপনি আপনার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শ্রেণী পঠন-পাঠনে সাধারণত যে সমস্যাগুলির মুখোমুখি হয়েছেন তার একটি তালিকা তৈরি করুন।

(৩) আপনার নিজস্ব চিন্তায় এসবের প্রতিকারের সম্ভাব্য উপায়ের একটি তালিকা তৈরি করুন।

আপনি শিক্ষক হিসাবে মূল্যায়ন ব্যবস্থাকে নিশ্চয়ই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে জানেন। দশম শ্রেণীর শেষে বা দ্বাদশ শ্রেণীর শেষে চূড়ান্ত পরীক্ষা এবং বিদ্যালয়ে বিভিন্ন শ্রেণীতে বাৎসরিক পরীক্ষার মধ্যে ভারসাম্যের অভাব দেখা যায়, কারণ এই পরীক্ষা (i) মৌখিকভাবে ভাব প্রকাশের পরিবর্তে লিখিত-ভাবে ভাব প্রকাশের উপর জোর দেয় (ii) স্বাধীন চিন্তা,

সৃজনশীল চিন্তা প্রভৃতি উচ্চ স্তরের ক্ষমতার মূল্যায়ন না করে মুখস্থ বিদ্যা ইত্যাদি নিম্নস্তরের সামর্থের মূল্যায়ন করে (iii) কর্মশিক্ষা, শারীরশিক্ষা প্রভৃতি কাজের সঙ্গে যুক্ত বিষয়-গুলির পরিবর্তে পুথিগত বিদ্যার জন্যই উপযুক্ত (iv) কেবল বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে মূল্যায়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, প্রক্ষোভিক ক্ষেত্রকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। তা ছাড়া পরীক্ষায় যে ভাবে উত্তর পত্রে নম্বর দেওয়া হয় তার নির্ভরযোগ্যতা এবং যৌক্তিকতা সম্বন্ধে গুরুতর সংশয় আছে। এই ত্রুটিগুলি বিচার করে পরীক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে কয়েকটি সুপারিশ করা যেতে পারে। 'অভ্যন্তরীণ', 'নিরবচ্ছিন্ন' 'ব্যাপক'—এগুলিই হলো প্রস্তাবিত মূল্যায়ন পদ্ধতির মূল ধারণা। শিক্ষক কর্তৃক অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নে মৌখিকভাবে তার প্রকাশ সহ অন্যান্য পদ্ধতি ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন পাঠ্যসূচীকে এবং শিক্ষার বিভিন্ন উদ্দেশ্য বিস্তৃতভাবে আবৃতকরণ সুনিশ্চিত করে। এই ব্যবস্থায় শিক্ষক বিভিন্ন ধরনের সম্ভাব্য পদ্ধতি-গুলিও ব্যবহার করতে সক্ষম হয়। ব্যাপক মুল্যায়নের মাধ্যমে বৌদ্ধিক ক্ষেত্র ছাড়াও প্রক্ষোভিক এবং সাইকো-মোটর ক্ষেত্রের বিকাশ বিচার করা সম্ভব হয়।

আলোচনার সূত্র ঃ

(১) আপনার বিদ্যালয়ে ষান্মাসিক ও বাৎসারিক পরীক্ষা ছাড়া অন্য কোন প্রকার মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রচলিত থাকলে তার সম্বন্ধে একটি নোট তৈরি করুন।

(২) বৌদ্ধিক দিক ছাড়া শিক্ষার্থীর অন্যান্য দিকের বিকাশের মূল্যায়নের জন্য আপনার বিদ্যালয়ে কোন ব্যবস্থা থেকে থাকলে তার সম্বন্ধে একটি নোট তৈরি করুন।

(৩) না থেকে থাকলে আপনি কি কি ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষপাতী তার একটি তালিকা তৈরি করুন।

(৪) নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন সম্পর্কে আপনার ধারণা এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় কৃৎ-কৌশল সম্পর্কে আপনার অভিমত-সহ একটি নোট তৈরি করুন।

ইউনিট ২ ঃ মূল্যবোধ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া এবং মানবাধিকারবোধ সৃষ্টিতে শিক্ষার ভূমিকা

(মঃ 8C, 10C, 11C)

শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিষয়গত জ্ঞান, বোধ, প্রয়োগ ও নৈপুণ্য গড়ে তোলাই শিক্ষক/শিক্ষিকার একমাত্র কাজ নয়। প্রত্যেকটি ছেলে মেয়েকে একটি সৃজনশীল পূর্ণ-মানব হতে হবে—হতে হবে একটি ন্যায় ভিত্তিক সমাজের উপযুক্ত নাগরিক। তার জন্য প্রয়োজন শোষণমুক্ত গণতান্ত্রিক সমাজের উপযুক্ত সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশসাধন, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিক যুক্তিশীল মনোভাব গঠন এবং অনুরূপভাবে নিজ জীবন-চর্যায় অভ্যস্ত হওয়ার উপযুক্ত ভিত্তিস্থাপন।

শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে বিদ্যালয়ের ভূমিকা

- শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসু, অনুসন্ধিৎসু ও যুক্তিশীল মানসিকতা গঠনে সাহায্য করা
- উৎপাদন মূলক শ্রমসহ সর্বপ্রকার শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ গঠনে উৎসাহিত করা।
- মানবপ্রেম ও বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের আলোকে দেশাত্মবোধ জাগরণে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী গঠনে পথ প্রদর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করা।
- গণতান্ত্রিক ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোভাব গঠনে প্রাসঙ্গিক কর্মসূচী রচনা করা।

আলোচনার সূত্র ঃ

১। মূল্যবোধ বলতে আমরা কি বুঝব ?

২। শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধ গঠনে বিদ্যালয়ের ভূমিকা কতটুকু ?

৩। ভারতের সংবিধানে মূল্যবোধের শিক্ষা কিভাবে প্রতি-ফলিত হয়েছে ?

ভারতের সংবিধানে মূল্যবোধের শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে প্রতিফলিত হয়েছে—গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সাম্য, ন্যায় ও ঐক্য। ভারতীয় সংস্কৃতি গ্রহণ করেছে—সত্যবাদিতা, শান্তি, ক্ষমা, অধ্যবসায়, সারল্য, জ্ঞান-পিপাসা, সহনশীলতা ও সহযোগিতা। আধুনিক জীবন-যাত্রায় ও শিক্ষাধারায় গুরুত্ব পেয়েছে—বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, উৎপাদন-মুখীনতা, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং সমন্বিত সামাজিক নৈতিক শিক্ষা।

আলোচনার সূত্র :

১। শিক্ষার্থীদের কোন্ কোন্ বিষয়ে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে হবে ?

২। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া এবং মানবাধিকার বোধের ক্ষেত্রগুলি কী কী ?

৩। ক্ষেত্রগুলির বৈজ্ঞানিক ক্রম-পর্যায় কিভাবে নির্দেশিত হবে ?

নিম্নে উল্লিখিত ক্রম-পর্যায়ে ক্ষেত্রগুলি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী নানান পদ্ধতির মাধ্যমে গড়ে তোলা সম্ভব—

ক) নিজের প্রতি
খ) পরিবারের প্রতি
গ) নিজের দেশের প্রতি
ঘ) অন্যান্য দেশের প্রতি
ঙ) প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি
চ) সকল জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও ভাষাভাষীদের প্রতি
ছ) বিশ্বমানবতার প্রতি

আলোচনার সূত্র ঃ

১। নানান পদ্ধতি বলতে আমরা কি বুঝব ?

২। বিদ্যালয়ের কর্মসূচীর এক্ষেত্রে ভূমিকা কী ?

৩। প্রাসঙ্গিক কর্মসূচীগুলি কী কী ?

কেবল কথায় মূল্যবোধ গড়ে তোলা যায় না। শিক্ষার্থীর অনুভূতির মাধ্যমে এই বোধ গড়ে উঠবে এবং যথার্থ অনুভূতি আসতে পারে পরিকল্পিত কর্মের মধ্যে দিয়ে। কয়েকটি প্রাসঙ্গিক কর্মসূচীর কথা চিন্তা করা যায়। যেমন,

ক) বিদ্যালয় পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা।

খ) জাতীয় ও সামাজিক উৎসব পালন।

গ) আলোচনা সভা—ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, দঃ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের মানবাধিকারের আন্দোলন, ভারতের আদি-বাসী এবং বনবাসী সমাজ ইত্যাদি।

ঘ) দিবস পালন—স্বাস্থ্য-দিবস, স্থানীয় উন্নয়ন দিবস, বৃক্ষরোপণ-দিবস, শিক্ষক দিবস, শিশু দিবস, আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস, মানবাধিকার দিবস, জাতীয় সংহতি দিবস ইত্যাদি।

ঙ) সমাজ-জীবন থেকে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে দলগত আলোচনা, তথ্য বিশ্লেষণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

চ) বিশ্বের বিশেষ, করে তৃতীয় বিশ্বের, বিভিন্ন দেশের মানুষের গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, মানবাধিকার, নারী-পুরুষের সমান অধিকার। যুব ও ছাত্র সমাজের শিক্ষা ও কাজের অধিকার সম্পর্কিত আন্দোলনের উপর প্রদর্শনী, প্যানেল আলোচনা, চলচ্চিত্র ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

আলোচনার সূত্র :

১। মূল্যবোধের শিক্ষা এবং ধর্মশিক্ষা কী সমার্থবোধক ?

২। ভারতের সংবিধানে ধর্মশিক্ষা সম্বন্ধে কোন্ নীতি গ্রহীত হয়েছে ?

৩। ধর্মশিক্ষার মাধ্যমে কী মূল্যবোধের শিক্ষা দেওয়া বাঞ্ছনীয় ?

মূল্যবোধের শিক্ষা ও ধর্মশিক্ষা এক কথা নয়। এই ছুটির ক্ষেত্র আলাদা। ভারতের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতি স্বীকৃত।

সরকার অনুমোদিত বিদ্যালয় ধর্মশিক্ষার কথা বলতে পারে না। তাছাড়া বর্তমান ভারতে ধর্ম বিষয়ে এত বিতর্ক রয়েছে যে মূল্যবোধের শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ধর্মশিক্ষা গ্রহণ করা বিপজ্জনক এবং অবাঞ্ছিত।

আলোচনার সূত্র ঃ

১। জাতীয় সংহতি এবং আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার মনোভাব গড়ে তোলার ব্যাপারে শিক্ষার ভূমিকা কতটুকু ?

২। এই বিষয়ে শিক্ষকের ভূমিকা কী ?

৩। মূল্যবোধের শিক্ষার মূল কথাটি কী ?

প্রতিটি শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষাকমিটি জাতীয় সংহতি এবং আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার মনোভাব বিকাশে শিক্ষার ভূমিকার উপর জোর দিয়েছে। কোঠারী কমিশন রিপোর্টে সামাজিক ও জাতীয় সংহতি বিধানে শিক্ষার ভূমিকার কথা খুব গুরুত্বের সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে। কোঠারী কমিশনের প্রস্তাবিত কর্মসূচীগুলি আলোচনার জন্য উপস্থিত করা যেতে পারে। মুল্যবোধের বিকাশ প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিক মানসিকতা গঠনেরই নামান্তর। আজকের পৃথিবীতে সকল মানুষের উপর গণতন্ত্রের নীতি অনুসরণ করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলির সমাধানের পথ অনুসরণ করার দায়িত্ব এসে পড়েছে।

আলোচনার সূত্র ঃ

১। বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যসূচী অনুসরণের মাধ্যমে মুল্যবোধের শিক্ষা দেওয়া কী সম্ভব ?

২। যে কোন একটি বিষয় থেকে একটি পাঠ এককের ভিত্তিতে মুল্যবোধ শিক্ষার বাস্তব উদাহরণ দিন।

মুল্যবোধের বিকাশের ক্ষেত্রে ভাষা ও সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, পৌরবিজ্ঞান, অর্থনীতি ও বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচীকে কিভাবে ব্যবহার

করা যায় সেই সম্পর্কে শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ চিন্তা করতে পারেন। সম্পন্ন ব্যক্তিদের ভূমিকা হবে বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যসূচী থেকে অন্তত একটি করে পাঠ একক আলোচনার জন্য উপস্থিত করা।

প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন এবং বিদ্যালয় জীবনে প্রয়োগের সম্ভাব্যতা

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির মধ্যে স্থানীয় প্রাসঙ্গিকতা বিচার করে শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ দলগত আলোচনার জন্য কয়েকটি প্রশ্ন/সমস্যা বেছে নিতে পারেন—

১। সমাজ-জীবনের কুসংস্কার এবং কুপ্রভাবগুলি বিদ্যালয়ের প্রাসঙ্গিক কর্মসূচীর মধ্যে দিয়ে কিভাবে দূর করা যেতে পারে?
(নির্দিষ্ট উদারণসহ আলোচনা)

২। সংবিধানসম্মত নাগরিক অধিকার এবং কর্তব্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের কোন্ কোন্ প্রক্রিয়ায় সচেতন করা যেতে পারে?
(নির্দিষ্ট উদাহরণ সহ আলোচনা)

৩। স্থানীয় সমাজে জাতীয় সংহতির বিরুদ্ধ শক্তিগুলি কী কী এবং কী উপায়ে সেইগুলির মোকাবেলা করা যেতে পারে?
(নির্দিষ্ট উদাহরণসহ আলোচনা)

৪। দুনিয়ার বঞ্চিত ও শোষিত মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে বিদ্যালয়ের সাম্ভাব্য কর্মসূচী কী কী?
(নির্দিষ্ট কর্মসুচী সহ আলোচনা)

ইউনিট ৩ঃ সমাজের পশ্চাৎপদ অংশ ও মহিলাদের জন্য শিক্ষার সমান সুযোগ গড়ে তোলা (মঃ 3C, 4C)

ভুমিকা

ভারতের সংবিধানে মৌলিক নির্দেশের ৪৫ নম্বর সূত্রে সংবিধান প্রবর্তনের দশ বৎসরের মধ্যে সর্বজনীন, অবৈতনিক এবং আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় এবং ১৯৬০ সালে সেই সময় সীমা অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু এখনও এই প্রতিশ্রুতি পালিত হয় নি। ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত এই তিরিশ বছরে ভারতে সাক্ষরতা হার শতকরা ১৬·৬৭ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে মাত্র ৩৬·২৭। সংখ্যা গত ভাবে নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা ৩০ কোটি থেকে বেড়ে হয়েছে প্রায় ৪৪ কোটি। এই নিরক্ষরদের অধিকাংশ সমাজের বঞ্চিত ও পশ্চাৎপদ অংশ এবং তাদের মধ্যে এক বড় অংশ নারী সমাজ। ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৮১ সাল এই সময়ে মেয়েদের সাক্ষরতা হার বেড়েছে শতকরা ৭·৯৩ থেকে ২৪·৮২-তে। একই সময়ে নিরক্ষর মহিলাদের সংখ্যা ১৫ কোটি ৮৭ লক্ষ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৪ কোটি ১৭ লক্ষ। ৬-১৪ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে যারা বিদ্যালয়ে যায় না তাদের শতকরা ৭০ ভাগ বালিকা। ১৯৮১ সালের পরিসংখ্যাণ অনুযায়ী সারা ভারতের তপসিলী জাতি এবং উপজাতির মধ্যে সাক্ষরতা হার যথাক্রমে শতকরা ২১·৩৮ এবং ১৬·৩৫। তপসিলী জাতি এবং উপজাতি মহিলাদের সাক্ষরতা শতকরা হার যথাক্রমে ১০·৯৩ এবং ৮·০৪। পশ্চিমবাংলার মোট জনসংখ্যার পরিমাণ ৫ কোটি ৪৪ লক্ষ ৮৬ হাজার এবং সাক্ষরতার হার ৪০·৯ শতাংশ। এর মধ্যে মহিলাদের সাক্ষরতার হার শতকরা ৩০·৩ ভাগ এবং তপশিলী জাতি ও উপজাতির সাক্ষরতার হার ১৩·২১ শতাংশ (১৯৮১) সর্বজনীন শিক্ষার পূর্বসর্ত হচ্ছে সমাজের সকল অংশের জন্য শিক্ষার সমান সুযোগ সৃষ্টি করা। এই ইউনিটের আলোচনার উদ্দেশ্য হলো আমাদের সমাজে এখনও বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সকল বৈষম্য রয়েছে সেগুলি চিহ্নিত করা। তাদের তীব্রতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং বৈষম্য দূরীকরণে সচেষ্ট হওয়া।

আলোচনার সূত্র ঃ

তপসিলী জাতি এবং উপজাতি ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে যে সকল বৈষম্য আপনি লক্ষ্য করেছেন সেই সম্পর্কে প্রশ্ন এবং আলোচনা

১। বিদ্যালয়ে বৈষম্যগুলি কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছেন ?

২। বৈষম্যের কারণগুলি কী কী ?

৩। বিদ্যালয়-জীবনে এর প্রতিক্রিয়া কী ?

৪। বিদ্যালয়জীবনের এই বৈষম্যকে কিভাবে দূর করা যেতে পারে ?

বিদ্যালয়-জীবনে সামাজিক বৈষম্য দূর করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি বিবেচনা করা যেতে পারে—

ক) শিক্ষক মহাশয় তপসিলী জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের প্রতি এক দৃষ্টান্তমূলক আচার-আচরণের মাধ্যমে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন।

খ) বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক-শিক্ষিকারা একসাথে বসে উপযুক্ত সামাজিক বাতাবরণ সৃষ্টির জন্য ছাত্র-শিক্ষক সকলের জন্য পালনীয় নিয়মাবলী তৈরী করতে পারেন।

গ) কোন শিক্ষার্থীর জাত অনুযায়ী নাম ধরে ডাকা বন্ধ করতে পারেন।

ঘ) জাত-পাতের প্রভেদ না করে বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে খেলাধূলা, পানীয় জল আনা, ভোজন প্রভৃতি সামুদায়িক কাজ পরিচালনা করতে পারেন।

ঙ) ঐ একই নিয়মে ছাত্রবাসগুলি পরিচালিত করা।

চ) তপসিলী জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের পিতামাতাদের বিদ্যালয়ের অভিভাবক সভায় আমন্ত্রণ জানান এবং তাদের সঙ্গে পুত্র-কন্যাদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করা।

ছ) নিরক্ষর পিতামাতাদের সাক্ষর হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করা।

আলোচনার সূত্র ঃ

অনেক ক্ষেত্রেই তপসিলী জাতি এবং উপজাতি সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা "প্রথম-প্রজন্ম শিক্ষার্থী" এবং এই কারণে তাদের নানা ধরণের শিক্ষাগত দুর্বলতা এবং সমস্যা দেখা দেয়। এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন এবং আলোচনা।

১। শিক্ষক হিসাবে এই ছেলেমেয়েদের কী কী ধরণের শিক্ষাগত দুর্বলতা ও সমস্যা লক্ষ্য করেছেন ?

২। পাঠ-পরিকল্পনার সময় কোন্ দিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন ?

৩। শিক্ষণ-অগ্রগতি সন্তোষজনক না হলে এদের সম্বন্ধে কী কী ব্যবস্থা নেবেন ?

৪। আত্ম-বিশ্বাস গড়ে তোলার জন্যে অতিরিক্ত কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যায় ?

আলোচনার সময় নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি বিবেচনা করা যেতে পারে।

ক) নিয়মিত শিক্ষাবর্ষ শুরু করার আগে এদের জন্য স্বল্পকালীন প্রস্তুতিমূলক কর্মসূচী গ্রহণ। দুই বা তিন সপ্তাহ বিদ্যালয়ে এই কর্মসূচী পরিচালনা করা যেতে পারে।

খ) ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যবিধি, ছড়া ও গল্প শোনা ও বলা। এক সাথে আবৃত্তি ও গান, মুখে মুখে সহজ হিসাব প্রভৃতির মাধ্যমে "প্রথম-প্রজন্ম শিক্ষার্থী"দের বিদ্যালয় জীবন-যাপনের প্রস্তুতি শুরু হতে পারে।

গ) বিদ্যালয় নিয়মিত চলার সময়ে মাঝে মাঝে এই সকল শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিশেষ কর্মসূচীর পুনরাবৃত্তি হতে পারে।

ঘ) এদের জন্য বিশেষ সংশোধনাত্মক কর্মসূচী এবং বিভিন্ন প্রকার শিখন-শেখানো কর্মকৌশল—মনিটার পদ্ধতি, কারণ-নির্ণায়ক পদ্ধতি, টিউটর পদ্ধতি প্রভৃতি অবলম্বন করা যেতে পারে।

৬) শরীর চর্চা ও খেলাধূলা, কর্মশিক্ষা, বিদ্যালয় কৃত্যালী প্রভৃতি যে-সব কাজে এই সকল শিক্ষার্থীরা অপেক্ষাকৃত পারদর্শী সেইসব কাজে এদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা। এই সব কাজে এদের সাফল্য বিদ্যালয়ের অন্যান্য কাজে এবং পড়াশুনার ব্যাপারে অধিকতর আকর্ষণ সৃষ্টি করবে।

আলোচনার সূত্র :

যদিও পশ্চিমবঙ্গে জাত-পাতের মনোভাব অপেক্ষাকৃত কম, তথাপি সামাজিক বৈষম্যের দুষ্ট ব্যাধির লক্ষণগুলি খুঁজে বের করে সক্রিয় কর্মসূচী গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা আছে। সুতরাং দলগত আলোচনার সময় প্রত্যেক বিদ্যালয়ের নিজস্ব পরিস্থিতি বিবেচনা করে কর্মসূচী গ্রহণ করা আবশ্যক। বিদ্যালয়ে তপসিলী জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের ছেলে-মেয়েদের জন্য কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করা যেতে পারে।

মহিলাদের ক্ষেত্রে শিক্ষার সম-সুযোগ সৃষ্টি করার ব্যাপারে আরো যত্নবান হওয়া দরকার। মহিলাদের উপর দুই ধরণের সামাজিক বঞ্চনা দেখা যায়—একটি অর্থনৈতিক আর অপরটি সামাজিক। গ্রামাঞ্চলে এবং শহরের বস্তি এলাকায় নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযানের সময় দুটি বিশাল জনগোষ্ঠীর কথা চিন্তা করতে হয়। এক, গ্রামাঞ্চলে অর্থ নৈতিকভাবে দুর্বল তপসিলী জাতি ও উপজাতি ভূমিহীন কৃষক বা কৃষি শ্রমিক সমাজ, দুই, গ্রাম ও শহরের বিপুল সংখ্যক অর্থ নৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে বঞ্চিত ও নিপীড়িত নারী সমাজ। এদের মধ্যে শিক্ষার সুযোগ প্রসারিত না হওয়া পর্যন্ত সামাজিক অগ্রগতি সম্ভব নয়। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় এখনও যে সামন্ততান্ত্রিক ও রক্ষণশীল প্রভাব রয়েছে তার বিরুদ্ধে সচেতন-ভাবে প্রয়াসের মাধ্যমেই এই অগ্রগতি সম্ভব। মহিলাদের

সম্পর্কে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করতে হবে। সমাজে মহিলাদের স্থান ও ভূমিকা পুরুষদের তুলনায় কোন অংশেই কম নয় এবং সামাজিক অগ্রগতির জন্য নারী ও পুরুষের সমান সুযোগ থাকা প্রয়োজন এই গণতান্ত্রিক-সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনভাবে সৃষ্টি করা উচিত। আমাদের সমাজে এখনও মেয়েদের সম্বন্ধে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক ধ্যান ধারণা রয়েছে। অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে অপেক্ষাকৃত কম হলেও গ্রামাঞ্চলে এবং শহরের নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত এমন কি উচ্চবিত্ত সমাজে মেয়েদের প্রতি অবহেলার অনেক দৃষ্টান্তই আমাদের চোখে পড়ে। মেয়েদের শারীরিক এমন কি মানসিক সামর্থকেও ছোট করে দেখা হয়।

আলোচনার সূত্র :

উপরোক্ত বক্তব্যের ভিত্তিতে পরিবার এবং বিদ্যালয়ে মেয়ে ও ছেলেদের মধ্যে বৈষম্যের দৃষ্টান্তগুলি নিম্নলিখিত প্রশ্নের মাধ্যমে আলোচনা করা যেতে পারে—

১। পরিবারে মেয়ে ও ছেলেদের মধ্যে সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ব্যাপারে কী কী ধরণের বৈষম্য দেখা যায় ?

২। বিদ্যালয়ে যেখানে মেয়ে এবং ছেলেরা একসঙ্গে পড়াশুনা করে সেক্ষেত্রে এই বৈষম্যের রূপ কী ?

সাধারণত পরিবারে ছেলেদের এক বিশেষ দৃষ্টিতে দেখা হয়। মেয়েদের জন্মের সময় থেকেই এক বৈষম্যমূলক ব্যবহারের সম্মুখীন হতে হয়। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ছেলেদের পরিবারের সম্পদ হিসাবে গণ্য করা হয়। অথচ আমাদের এই দেশেই এক সময়ে মহিলাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখা হতো। মনে করা হতো পরিবার ও সমাজের সম্পদ। প্রাথমিক অথবা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যেখানে সহশিক্ষার প্রচলন আছে, সেই সকল বিদ্যালয়ে মেয়ে ও ছেলেদের প্রতি বৈষম্যলক আচরণ করা হয়।

আলোচনার সূত্র ঃ

আমাদের পাঠ্য-পুস্তকগুলির মধ্যেও মহিলাদের সম্পর্কে অশ্রদ্ধামূলক উক্তি লক্ষ্য করা যায়। এই সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রশ্ন এবং আলোচনা—

১। পাঠ্য-পুস্তকে নারী-পুরুষ সম্পর্কে বৈষম্যমূলক উক্তির দৃষ্টান্ত দিন।

২। ঐ সকল উক্তিগুলি সঠিক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তিতে বিচার বিবেচনা করুন।

পাঠ্য-পুস্তকে এমন কি বিখ্যাত লেখকদের রচিত প্রবন্ধে এবং কাহিনীতে সমাজে স্ত্রী-পুরুষের ভূমিকা সম্বন্ধে বৈষম্যমূলক উক্তি দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে মহিলাদের সম্বন্ধে অশ্রদ্ধামূলক বা অসৌজন্যমূলক মন্তব্যও থাকে। পাঠ্য-পুস্তক রচনার সময় এগুলি সচেতনভাবে পরিহার করতে হবে।

আলোচনার সূত্র ঃ

বিদ্যালয় জীবনে মেয়ে ও ছেলেদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ প্রসঙ্গে প্রশ্ন ও আলোচনা

১। বিদ্যালয়ে কী ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি সমভাবে দৃষ্টি দেওয়া হয় ?

২। পাঠক্রমিক ও সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলীতে কী তারা সম-সুযোগ পায় ?

৩। সম-সুযোগ দিতে পারা যায় এমন কার্যাবলীর একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

শিক্ষক হিসাবে আমাদের আত্ম-বিশ্লেষণ করা দরকার। বিদ্যালয়ে মেয়েদের ছেলেদের মতো সমান সুযোগ দেওয়া হয় কী না বিচার করা দরকার। প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর জন্য স্ব-শিখন ও

স্ব-নির্ভর আত্মবিকাশের সুযোগ বিদ্যালয়ের কর্মসূচীতে থাকা দরকার। যদি না থাকে, তার কারণ কী? পরিস্থিতি উন্নত করার জন্য শিক্ষক হিসাবে আমাদের ভূমিকা কী হবে?

আলোচনার সূত্র :

পাঠ্যসূচী এবং শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নারী-পুরুষের সমান অধিকারবোধ শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃষ্টি করার প্রসঙ্গে প্রশ্ন এবং আলোচনা

১। মহিলাদের সম্বন্ধে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী শিক্ষার্থীদের মনে কিভাবে গড়ে তোলা যায়?

২। পাঠ্য-পুস্তকের মহিলা চরিত্রগুলি এই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার ব্যাপারে কিভাবে সহায়ক হতে পারে?

৩। সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত মহিলাদের জীবন ও কর্ম-প্রয়াসকে এই লক্ষ্যে কিভাবে ব্যবহার করা যায়?

বিদ্যালয় জীবনই উপযুক্ত সময় যখন ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে সংবিধান স্বীকৃত জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের বিকাশের জন্য সমানাধিকারের সুযোগ সম্বন্ধে বক্তব্য উপস্থিত করা যায়। ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য নারী-পুরুষের মধ্যে সঠিক সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন এবং এই জন্য উভয়কেই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, যেমন, সামাজিক, রাজনৈতিক, বৃত্তিমূলক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সমানাধিকার নিতে হবে। এই বক্তব্য তথ্যসহ ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে সচেতনভাবে উপস্থিত করা প্রয়োজন।
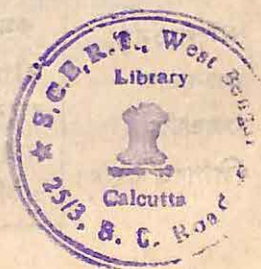
ইউনিট ৪ঃ শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক শিক্ষা পদ্ধতি, কাজকর্ম ভিত্তিক পঠন-পাঠন এবং স্বল্প-মূল্যের পাঠন-দীপন উদ্ভাবন (মঃ 6C)

শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গী

শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ, কেবলমাত্র জ্ঞান আহরণ নয়। এই উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই পাঠক্রম, পাঠ্যসূচী, পঠন-পাঠন পদ্ধতি, মূল্যায়ন এ-সবের পরিকল্পনা করা দরকার যাতে করে শিক্ষার্থীর দেহ-মনের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানো সম্ভব হয়। সার্বিক বিকাশের বিভিন্ন দিকগুলি যথা, জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য, নৈতিক মূল্যবোধ. নান্দনিকবোধ, কর্মঅভিজ্ঞতা এ-সবের যথাযথ বিকাশ যাতে হতে পারে।

শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষার উদ্দেশ্য এভাবেই ব্যক্ত করা হয়ে থাকে। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সমগ্র শিক্ষা পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে শিক্ষার্থী, শিক্ষক নন। পাঠন-পাঠন পরিকল্পনা, শিখনের পরিস্থিতি রচনা এসব অবশ্য শিক্ষককেই করতে হবে। কিন্তু শিক্ষার্থীর উপর পুরোপুরি বিশ্বাস ন্যস্ত করে শিক্ষার্থীকে নিজ থেকেই শিখতে দিতে হবে। শিক্ষকদের ভূমিকা হবে সহায়কের, "কী করে শিখতে হয়"-এই কৌশলটুকুই শিক্ষার্থীকে শেখানোই হবে শিক্ষকের মুখ্য দায়িত্ব। অর্থাৎ, শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গি এমন হবে না যে "আমি তোমায় শিক্ষা দেব"—বরং "আমি তোমায় শিখতে সাহায্য করব"—শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গি হওয়া উচিত এমনটাই।

উপরের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে প্রথমে এই কাজটি করুন।

আলোচনা করুন এবং ফলশ্রুতি লিপিবদ্ধ করুন।

কর্ম তালিকা—১

আপনি (আপনারা) আপনার বিষয়টিতে শিক্ষা-দানের জন্য কী কী শিক্ষাপদ্ধতি এবং কৌশলের সাহায্য এতাবৎকাল গ্রহণ করে এসেছেন। সেগুলির একটি তালিকা পৃথক একটি পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করুন।

উপরের তালিকাটি প্রস্তুত হয়ে যাবার পর বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করুন এযাবৎ আপনার অনুসৃত শিক্ষাপদ্ধতি বা কৌশলগুলি শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক, না শিক্ষক-কেন্দ্রিক ?

আলোচনা করুন।

কর্ম তালিকা—২

অল্প কয়েকটি কথায় আপনার শিক্ষা দেবার পদ্ধতি শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক না শিক্ষক-কেন্দ্রিক তা যুক্তিসহ লিখুন। একই পাঠ কিভাবে শিক্ষক-কেন্দ্রিক ধারায় এবং শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক ধারায় দু-ভাবে দেওয়া যায় তার দু-একটি উদাহরণ দিন।

সাধারণত এতাবৎকাল অধিকাংশ শিক্ষকই শিক্ষক-কেন্দ্রিক ধারা অনুসরণ করে এসেছেন এবং শিক্ষার্থীর নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসা এবং তার মুখস্ত বিদ্যার উপরই সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের দিকে যথোচিত লক্ষ্য দেওয়া হয়নি। এবং শিক্ষার্থীকে নিজে থেকে শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী করে তুলবার পরিবর্তে শিক্ষাদানের উপরই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নীচের কর্মতালিকা সম্পাদনে সচেষ্ট হোন।

আলোচনা করুন।

কর্ম তালিকা—৩

শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের জন্য পাঠক্রমের চৌহদ্দিতেই কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন, অল্প কয়েকটি বাক্যে সেগুলি লিপিবদ্ধ করুন। প্রসঙ্গত শিক্ষকের ভূমিকা বদলের প্রয়োজনীয়তা এবং সম্ভাব্য উপায় সম্পর্কে আপনার মতামত লিপিবদ্ধ করুন।

কর্মতালিকা ১-৩-এর ভিত্তিতে কর্ম তালিকা-বিবিধ সম্পূরণ করুন।

কর্ম তালিকা—৪

যদি আপনি এযাবৎ শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ না করে থাকেন তবে কেন তা করতে পারছেন না সেই কারণগুলি চিহ্নিত করতে চেষ্টা করুন (আলোচনা এবং আপনার বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে)।

কর্ম তালিকা—৫

শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করতে মূল্যায়ন পদ্ধতিরও পরিবর্তন প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন কি ? যুক্তিসহ মতামত লিপিবদ্ধ করুন।

আপনাদের যাবতীয় আলোচনার ফলাফল থেকে যে সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হল তা যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করুন এবং শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তব প্রতিফলিত করতে নূন্যতম যে-সকল ব্যবস্থা অবিলম্বে নেওয়া দরকার বলে আপনারা মনে করেন সেগুলির উল্লেখ করুন।

কাজকম ভিত্তিক পঠন-পাঠন পদ্ধতি :

শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গিতে পঠন-পাঠন পদ্ধতি এমন হওয়া দরকার যাতে করে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে যথেষ্ট সক্রিয় করে তোলা যায়, শিক্ষার্থীকে বেশী করে চিন্তাভাবনা করতে দেওয়া যায়। তার চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটানোর জন্য এটা জরুরী। এই দষ্টিভঙ্গি সঠিকভাবে প্রতিফলিত করা সম্ভব পঠন-পাঠনের যে পদ্ধতিটির মাধ্যমে সেটি হল, কাজকর্ম ভিত্তিক পদ্ধতি। বিশেষজ্ঞগণ এমন ধারণাই পোষণ করেন। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীকে পরিকল্পিত কাজকর্মে নিয়োজিত করে সেই কাজকর্মের ফলাফল দেখিয়ে বা বুঝিয়ে দিয়ে নির্দিষ্ট বিষয় শিক্ষার্থীকে শিখতে সাহায্য করা হয়। কাজকর্ম বহুবিধ হতে পারে, যথা, পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ, শিক্ষামূলক ক্ষেত্র-ভ্রমণ, পরিকল্পিত পঠন ; বেতার, দূরদর্শন, চলচ্চিত্র-এসবের

মাধ্যমে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান শ্রবণ বা দর্শন ইত্যাদি কত কিছুই না। কিন্তু, আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে সীমিত উপকরণ এবং সম্পদের কথা মনে রেখে কাজকর্মের পরিকল্পনা এমনভাবে করা দরকার যাতে যথাসম্ভব সহজলভ্য এবং স্বল্প-মূল্যে বা বিনামূল্যে পাওয়া যায় এমন উপকরণের সাহায্যেই ঐসব কাজকর্ম সম্পাদন সম্ভব হয়। কাজকর্ম ভিত্তিক পাঠ পরিকল্পনার একটি নমুনা ভৌত-বিজ্ঞানের বিষয় থেকে এখানে প্রদত্ত হল।

সপ্তম শ্রেণী

কাজকর্ম ভিত্তিক পাঠ-পরিকল্পনার একটি নমুনা

পাঠ-একক : ৩

উপ-একক : ক বায়ুর উপাদান

শিক্ষার্থী কী কী শিখবে :

(১) বায়ুর প্রধান প্রধান উপাদানগুলি কী কী তা জানবে।

(২) প্রধান প্রধান উপাদানগুলির উপস্থিতি সম্পর্কিত ছোটখাটো সহজ পরীক্ষা করতে পারবে।

(৩) বায়ু যে মিশ্র পদার্থ, যৌগিক পদার্থ নয় তা বুঝবে।

(৪) বায়ুর প্রধান উপাদানগুলির বায়ুতে উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করবে।

(৫) বায়ুতে দূষক পদার্থের মিশ্রিত হওয়া এবং তার ক্ষতিকারক ফলাফল এবং এ-বিষয়ে সম্ভাব্য প্রতিকার সম্পর্কে ভাবনা চিন্তা করতে পারবে।

(৬) বায়ুর উপাদানের পরিমাণের তারতম্য ঘটলেও ক্ষতিকারক ফলাফল অনুভূত হতে পারে এ ধারনা স্বচ্ছ হবে।

শিক্ষার্থীর প্রারম্ভিক কাজকর্ম :

১। ক) একটি কাচের গ্লাসে বেশ খানিকটা ঠাণ্ডা জল (বরফ বা আইসক্রীম মিশ্রিত জল) নিয়ে গ্লাসের বাইরেটা ভালো ভাবে মুছে নিয়ে বাতাসে রেখে দাও। গ্লাসের বাইরের গায়ে কী দেখতে পাচ্ছ লক্ষ্য কর।

প্রশ্ন ঃ এই জলকণা কোথা থেকে এলো ?

খ) শীতকালে ঘাসের ডগায় শিশির জমতে দেখেছ ? এই শিশির কোথা থেকে আসে ?

গ) প্রবল বর্ষণের সময় বন্ধ কাঁচের জানলার ভেতরের গায়ে আঙ্গুল বুলিয়ে দেখেছ কি ? ট্রেনে যেতে যেতেও এমন অভিজ্ঞতা হয়ছে কি ? কাচের জানলার ভেতরের দিকে জল আসে (বা জমে) কোথা থেকে ?

২। একটা কানা উঁচু থালায় জল নিয়ে তার মাঝখানে একটি ছোট মোমবাতি বসিয়ে জ্বালো। জ্বলন্ত মোমবাতির উপরে একটি কাচের গেলাস বা কাচের অন্য কোনও পাত্র উপুড় করে বসিয়ে দাও। ভেতরে যাতে বাতাস ঢুকতে না পারে সেজন্যই বাতিটি জলের মধ্যে রাখা হল। গেলাসের মধ্যে কিছুক্ষণ পরে জ্বলন্ত মোমবাতির অবস্থাটা কেমন হল ?

প্রশ্ন ঃ মোমবাতিটা কিছুক্ষণ পরে নিভে গেল কেন ?

পরবর্ত্তী পাঠদান ঃ

শিক্ষক বাতাসের উপাদানের উপস্থিতি সম্পর্কিত এই ধরণের দু-একটি সহজ সরল পরীক্ষা ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়ে করিয়ে নিয়ে বাতাসের অন্যান্য উপাদান সম্পর্কেও জানাবেন এবং এগুলির উপস্থিতিও যে পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করা যায় সে-সব বলবেন। বাতাসে এদের স্বকীয় ধর্ম বজায় থাকা, এদের বাতাসে উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা এ-সব সম্পর্কেও বলবেন। বিভিন্ন দূষক পদার্থের বাতাসে মিশে যাওয়া, দূষণের সাধারণ কারণসমূহ, ক্ষতিকারক ফলাফল এবং কিভাবে বায়ু দূষণ রোধ বা নিয়ন্ত্রণ করা যায় সে সম্পর্কেও সংক্ষেপে আলোচনা করবেন এবং করাবেন।

ছাত্র-ছাত্রীদের আরও কিছু কাজকর্ম

(১) নাইট্রোজেনের উপস্থিতির সাধারণ প্রচলিত পরীক্ষা।

(২) (বাড়ীতে করবে) ঃ কাচের গেলাসে খানিকটা স্বচ্ছ চুনের জল নিয়ে রেখে দেবে, পরদিন চুনের জলের অবস্থাটা দেখবে।

প্রশ্ন ঃ চুনের জলের ওপরে সর পড়ল কেন ? (বা চুনের জল খোলা হল কেন ?)

এতাবৎ আলোচনার প্রেক্ষিতে এবং পাঠ পরিকল্পনার প্রদত্ত নমুনাটির ভিত্তিতে নীচের কাজটি করুন ঃ

কর্মতালিকা—১
আপনার বিষয় থেকে অন্তত একটি পাঠ-পরিকল্পনা প্রস্তুত করুন যেটি ছাত্র-ছাত্রীদের কাজকর্ম ভিত্তিক।

এই কর্মতালিকাটি প্রস্তুত করতে গিয়ে এভাবে পাঠদানে হয়তো বা অনেক সম্ভাব্য অসুবিধার বিষয় আপনার মনে এসেছে। নীচের বিবিধ কর্মতালিকা সম্পূরণের মাধ্যমে এসব কিছুই লিপিবদ্ধ করুন।

কর্মতালিকা-বিবিধ
এতাবৎ আলোচনার প্রেক্ষাপটে আপনারা লিপিবদ্ধ করুন কাজকর্ম ভিত্তিক পঠন-পাঠন পরিকল্পনায় বিশেষ করে (আপনার বিষয়টিতে) বাধা কোথায়, কিভাবে এই বাধা অপসারণ সম্ভব, দামী যন্ত্রপাতি বা উপকরণের ব্যবহার যথা-সম্ভব পরিহার করেও কিভাবে কাজকর্ম ভিত্তিক পঠন-পাঠন পরিকল্পনা করা যেতে পারে এ-সব সম্পর্কেই।

সমগ্র আলোচনার ফলাফল এবং আপনাদের সুপারিশসমূহ লিপিবদ্ধ করুন।

স্বল্প-মুল্যের পাঠন-দীপন উদ্ভাবন

আমাদের দেশের সাধারণ বিদ্যালয়গুলিতে দামী উপকরণ বা সম্পদের একান্ত অভাবের প্রেক্ষিতে স্বল্প-মূল্যের বা বিনামূল্যের দীপন উদ্ভাবনের গুরুত্ব অপরিসীম একথা অবশ্য স্বীকার্য। অনেক ক্ষেত্রে শেখাবার বা শিখবার বিষয় মূর্ত করে তুলতে, বিষয়টি সহজবোধ্য করে তুলতে, শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করতে দীপনের

ব্যবহার অপরিহার্য। কাজেই শিখনের পরিস্থিতি অনুযায়ী এবং প্রয়োজনীয়তা অনুসারে শিক্ষক/শিক্ষিকাকে স্বল্প-মূল্যের দীপন উদ্ভাবনে প্রয়াসী হতে হবে। ফেলে দেওয়া জিনিসপত্র বা স্থানীয় পরিবেশে সহজলভ্য কমদামী উপকরণের সাহায্যে এ ধরণের দীপন প্রস্তুতিতে উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। খালি দেশ্‌লাইয়ের বাক্স, দেশ্‌লাই-কাঠি, সাইকেলের বাতিল স্পোক, ফিউজ হয়ে যাওয়া বাল্ব ইত্যাদির সাহায্যে সস্তায় অথচ কার্যকরী দীপন তৈরি করে নেওয়া যায়। যেমন ফিউজ হয়ে যাওয়া বাল্বের ভেতরের জিনিস-গুলো বার করে এনে ঐ বাল্বের ভেতর জল ভর্তি করে আতস কাচের পরিবর্ত হিসেবে বা অত্যন্ত সাধারণ মাইক্রোসকোপ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। পাট-কাঠি এবং খানিকটা তারের সাহায্যে বিভিন্ন জটিল জ্যামিতিক আকারকেও মূর্ত করে দেখানো সম্ভব। প্রয়োজনে এ-ধরণের দীপন উদ্ভাবনে শিক্ষক স্থানীয় সমাজের মানব-সম্পদ এবং অন্যান্য সম্পদের সুযোগ নিতে পারেন। স্থানীয় শিল্পী, কুম্ভকার, কর্মকার, সূত্রধর এদের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে, ছাত্র-ছাত্রীদেরকেও এ-সব কাজে যুক্ত করে নেওয়া যায়। উল্লেখ্য— উপযুক্ত ছবি, চার্ট, মডেল এ-সবও সুন্দর দীপন হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। এবারে, এই কাজটি করতে পারেন ঃ

কর্মতালিকা—১

আপনার বিষয়ে যে কোনও নির্দিষ্ট পাঠ্য বিষয় শিক্ষার্থীর কাছে সহজবোধ্য করে তুলতে কী ধরণের সহজ সরল দীপন আপনি ব্যবহার করতে পারেন তার দু'একটি উদাহরণ দিন, এই ধরনের দীপন কিভাবে প্রস্তুত করা যেতে পারে এবং দীপন ব্যবহারের যৌক্তিকতা অল্প কথায় লিপিবদ্ধ করুন।

এ-যাবৎ আলোচনা এবং কর্মতালিকা-১-এর প্রেক্ষিতে বিবিধ কর্মতালিকা সম্পূরণে সচেষ্ট হোন ঃ

কর্মতালিকা বিবিধ ঃ

আলোচনা করুন ঃ

কী ধরনের দীপন আপনারাই পরিকল্পিতভাবে স্থানীয় সম্পন্ন মানুষ এবং আপনাদের ছাত্র-ছাত্রীদের সহযোগিতার মাধ্যমে উদ্ভাবন করতে পারেন। আপনার বিষয়ে ঠিক কী ধরনের দীপনের প্রয়োজন বা আদৌ কোনো প্রয়োজন আছে কি না। ন্যূনতম কী কী জিনিস আপনার প্রয়োজন তার একটি তালিকা প্রস্তুত করতে পারেন। এ-গুলির মধ্যে কোন্‌গুলি বিনামূল্যে সংগ্রহ করা যেতে পারে এবং কোন্‌গুলি কিনতে হবে এসব উল্লেখ করতে পারলে ভালো হয়।

আপনাদের সম্মিলিত আলোচনার ফলশ্রুতি লিপিবদ্ধ করুন।

আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে সীমিত উপকরণের বিষয়টি মনে রেখেই আমাদের এগিয়ে যেতে চেষ্টা করতে হবে। আমাদের মনে রাখা দরকার যে আমরা যদি সেই দিনের অপেক্ষায় থাকি যেদিন আমরা শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় যাবতীয় উপকরণ তাঁদের হাতে তুলে দিতে পারব তাহলে আমরা কোনোদিনই কিছু শুরু করতেই পারব না, কারণ সেই শুভদিনটি কোনোদিনই আসবে না।

Unit 5 : MODULE—ENGLISH

(SECOND LANGUAGE)

TEACHING AND LEARNING ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE IN THE SECONDARY SCHOOLS (M: 28 S)

Topic :—1

OBJECTIVES : What should they be ?

Let us decide on our objectives after asking ourselves the following basic questions :

Analyse and Discuss

1. Does teaching and learning English mean teaching the prescribed books only ?
2. Are language skills developed
   —if we use the lecture method ?
   —if we explain the rules of grammar ?
   —if we translate the text from English into the mother-tongue ?
3. Is any time given to the learner to use English in the classroom ? If so, how much ?
4. What is the entry behaviour in linginstic terms of the students ?

After analysing and discussing the issues, the likely conclusions would probably be as stated below :

1. If the teaching of English means focussing attention on the prescribed texts, then the objectives are not attained. The objectives are the development of the four basic skills of the second Language with reference to a certain limited corpus of language material. By concentrating on the text we change the complexion of the subject, that is, we treat a 'skill subject' as a 'content' subject.

2. We are all aware that skills are developed only through constant and continuous practice. If the teacher talks for a considerable length of time, the students will not get any opportunity of using the language. Students are often passive listeners in the class and are not taught to read and process their reading material or led through the process of writing. They, therefore, fail to acquire the skills and the objectives of teaching English are not achieved.

3. Grammar is a distinct discipline. It talks **about** the language and does not help students to **use** the language. Often they are able to identify parts of speech, phrases and clauses, etc., but they are not able to use these in sentences for purposes of communication. Of course, the teaching of grammar gives the students some knowledge about the rules of language and so grammar may be integrated wisely, well and sparingly into the reading and writing skills. This can be done in the functional-structural approach.

NEEDS TO BE HIGHLIGHTED

1. To provide Course Materials like the 'Learning English' series prepared by the W. B. B. S. E.

2. To develop in the learner communication skills by focussing on the functions like : asking for and giving information, narartting, describing, reporting, defining, classifying, giving opinion, drawing conclusions, etc. This will enable the learner to handle the language effectively (both receptively and productively) as a vehicle for sharing with others his thoughts, feelings and experiences.

3. To develop the abilities of reading, writing, listening and speaking. Each of these skills, it must be noted, comprises a hierarchy of graded competencies ranging from the most elementary to the most sophisticated. The reading ability, for example, ranges from the recoding of isolated words like 'net' to the interpretation and appreciation of a literary piece—a story, a poem, a play.

4. To highlight and further promote the ability of reading the text intelligently and imaginatively.
6. To consolidate and reinforce the language materials already learnt.
6. To enrich the vocabulary resources of the learner.

Topic :—2

METHODS AND TECHNIQUES OF TEACHING AND TESTING/ASSESSING BLOCKS OF THE ENGLISH LANGUAGE—ARE THE FOLLOWING CONSIDERED ?

1. ACTIVITIES FOR COMMUNICATION—Are these practised ? Discuss.

—Group/pair work
—Simulating situations
—Role playing and dramatisation
—Lockstep with teacher
—Individual work—task based
—Language games, etc.
—Listening tasks

2. MATERIALS AND AIDS FOR USE—Are these used ? Discuss.

—Authentic/semi-authentic materials from different disciplines—for variety of language use
—Use of pictures, diagrams, charts, maps, time-tables, flow charts, forms . etc.
—Use of clippings from newspapers, magazines, etc.

3. TESTING/ASSESSING AQUISITION OF BLOCKS OF LANGUAGE. We should ask ourselves the following questions to feedback on the achievement of the learners.

—Are the students able to grasp the central thought and organization of a text ?

—Can they understand the function/s of a text ?

—Can they see the relevant and irrelevant information and make inferences ?

—Are they able to write simple narratives, descriptions, invitations, instructions, requests, reports, applications, explanations or give advice, opinion, etc. ?

—Are they able to understand the spoken language, and interact with some fluency ?

Topic :—3

FEED BACK

After studying the given module we should be in a position

—to assess our teaching objectively and to pinpoint areas of weaknesses,

—to devise strategies for improving the teaching and learning of English,

—to make our teaching learner-centred,

—to play the role of facilitator of learning,

—to help the learner read textual and other materials intelligently and imaginatively,

—to see if our students understand the spoken and written languge, speak and write English fairly fluently and accurately within the limited corpus of language material they have been exposed to,

—to develop in the learner some basic values and attitudes,

—to develop in both the learner and us the habit of reading extensively, listening to radio/TV broadcasts, etc.

ইউনিট ৬ঃ মাধ্যমিক স্তরে কর্মশিক্ষা এবং শারীর ও স্বাস্থ্য শিক্ষা (মঃ 23S, 29S)

কর্মশিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষা বিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার আবশ্যিক উপাদান। কাজেই এই বিষয়গুলি বিদ্যালয় স্তরে পাঠক্রমের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

কর্মশিক্ষা ঃ

কর্মশিক্ষার লক্ষ্য হলো আমাদের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের মধ্যে ব্যক্তিগত দক্ষতা, মর্যাদা এবং যোগ্যতা সম্বন্ধে একটি তীব্র অনুভূতি জাগ্রত করা এবং তাদের মধ্যে স্বকীয় উন্নতি সাধন ও সমাজ সেবার আকাঙ্খা শক্তিশালী করা। স্থানীয়ভাবে লব্ধ সম্পদ ব্যবহার করে কর্মশিক্ষার জন্য কর্মসূচী নির্বাচনই হবে মূল নীতি। কর্মশিক্ষার জন্য যে কর্মপ্রয়াসের তালিকা সুপারিশ করা হবে তা থেকেই পাঠক্রমের এই অংশের বিরাট সুযোগের একটা ধারণা আপনাদের জন্মাবে।

কর্মশিক্ষা নিয়ে আলোচনার পর যে বিষয়গুলি আপনারা জানতে পারবেন এবং আলোচনা করে যে সিদ্ধান্তগুলি আপনারা নিতে পারবেন সেগুলি হলো ঃ

(১) কর্মশিক্ষার ধারণা, উদ্দেশ্য ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি।

(২) কর্মশিক্ষার জন্য কর্ম প্রয়াস নির্বাচনের নীতি।

(৩) কর্মশিক্ষা মাধ্যমে উৎপন্ন দ্রব্যগুলির কার্যকরী বিলি ব্যবস্থার উপায় নির্ধারণ।

(৪) কর্মশিক্ষার কর্মসূচীতে, কিভাবে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের জড়িত করা যায়, তা চিহ্নিত করা এবং তাদের সহযোগিতা চাওয়া।

(৫) কর্মশিক্ষার কর্মসূচীকে সঠিক দিকে পরিচালনার পরিকল্পনা এবং রূপায়ন।

(৬) শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত ও দলগত কাজের সঙ্গে জড়িত করা।

ধারণা ঃ

সমাজে প্রয়োজনীয় উৎপাদনশীল কাজই কর্মশিক্ষা। কর্মশিক্ষাকে যেভাবে দেখা যায় তা হলো ঃ

শিখন প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে সংগঠিত উদ্দেশ্যমূলক ও অর্থপূর্ণ হাতের কাজ, যার ফল হলো সমাজে প্রয়োজনীয় উৎপন্ন দ্রব্য ও কৃত্যক। এটি শিক্ষার সর্বস্তরের একটি আবশ্যিক উপাদান যা সুসংগঠিত এবং সুবিন্যস্ত কর্মসূচীর মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন, সামর্থ ও আগ্রহ অনুসারে এই কর্মপ্রয়াস স্থির করা হবে যা শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও দক্ষতার স্তর বিচার করে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে সুবিন্যস্ত হবে। এই শিক্ষা কর্মজগতে প্রবেশের পথে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করে। মাধ্যমিক স্তরে সংগঠিত প্রাক্-বৃত্তিমূলক কর্মসূচী উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তিমূলক শিক্ষা নির্বাচনে সাহায্য করবে।

এ থেকে যা পাওয়া গেল তা হলো :

(১) উদ্দেশ্য ভিত্তিক একটি সংজ্ঞা
(২) শিখন প্রক্রিয়ায় কাজের গুরুত্ব
(৩) কৃত কাজটি থেকে উৎপন্ন দ্রব্য বা কৃত্যকের প্রয়োজনীয়তা
(৪) বিদ্যালয় স্তরে এবং তার বাইরেও কাজের সার্বজনীনতা
(৫) সুসংগঠিত ও সুবিন্যস্ত কর্মসূচীর প্রয়োজনীয়তা
(৬) শিক্ষার্থীর আগ্রহ, সামর্থ এবং প্রয়োজনভিত্তিক কর্মপ্রয়াসের প্রকৃতির একটি সূত্র।
(৭) শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা

কর্মশিক্ষার উদ্দেশ্য হলো (i) কর্মের জগতে স্বচ্ছন্দে সংক্রমণ এবং অধিকাংশ শিক্ষার্থীর জন্য বিশেষ একটি বৃত্তি নির্বাচনে পূর্ব থেকেই অনুরাগ সৃষ্টি।

মাধ্যমিক স্তরে কর্মশিক্ষার স্বাতন্ত্রসূচক বৈশিষ্ট হলো, এর প্রকৃতি হবে প্রাক্-বৃত্তিমূলক কর্মসূচী।

মাধ্যমিক শিক্ষার প্রথম স্তরের (ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত) শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ উচ্চ দক্ষতার সঙ্গে শ্রমসাধ্য কাজ করার পক্ষে যথেষ্ট। তারা মানবসমাজের প্রয়োজনীয় এলাকায় সুপরিকল্পিত প্রকল্প গ্রহণ করতে পারবে। মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বিতীয় স্তরে (নবম শ্রেণী ও দশম শ্রেণী) পূর্ববর্তী শ্রেণীগুলির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের একটি রৈখিক বিস্তৃতি ঘটবে। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে মাধ্যমিক স্তরের কর্মসূচীর উপর নির্ভর করে বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশের সুবিধা হবে।

কর্মশিক্ষার কর্মসূচী সমাজে পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, পরিবেশ দূষণ রোধ, শারীরিক পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের উন্নতির ব্যাপারে অর্থবহ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

বিদ্যালয়ের ভিতরে ও বাইরে এমন কয়েকটি কর্ম পরিবেশ সুপারিশ করুন যে সকল ক্ষেত্রে কর্মশিক্ষা প্রকল্প সংগঠিত করা যায়। সেই সব কর্ম পরিবেশের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

প্রাথমিক স্তরের চেয়ে মাধ্যমিক স্তরে দক্ষতার উপর নিয়ন্ত্রণের বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে। তাই এই স্তরে প্রকল্প ভিত্তিক কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

কর্ম-প্রয়াস নির্বাচন

মাধ্যমিক শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে পুষ্টি, স্বাস্থ্য, আবর্জনা মুক্ত করার ব্যবস্থা, উৎপাদন বৃদ্ধি প্রভৃতি কাজের সঙ্গে কর্মশিক্ষা সংশ্লিষ্ট থাকবে।

এমন সব প্রকল্প ক্রমানুসারে বেছে নিতে হবে যা এক থেকে তিন বছরের মধ্যে সমাপ্ত করা যায়।

শিক্ষার্থীদের পরিপক্কতার কথা মনে রেখে সে সব কর্ম-প্রয়াস ও প্রকল্প স্থির করতে হবে যা শিক্ষার্থীর এবং সমাজের প্রয়োজনে লাগবে।

শিক্ষার্থীর পরিপক্কতা এবং সমাজের প্রয়োজন অনুসারে এক বছর থেকে তিন বছর সময়সীমার কয়েকটি প্রকল্পের তালিকা প্রস্তুত করুন।

নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য আবশ্যিক কর্ম-প্রয়াস পূর্বের মতই থাকবে। তবে আরও জটিল ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। উৎপাদনশীল কাজ ও কৃত্যক নির্বাচন করা যেতে পারে, যার পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের ফলে এই কাজের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবে।

কর্মসূচী নির্বাচনের সময় শিক্ষার্থীর পরিপক্কতার স্তরের উপর বিশেষ নজর রাখতে হবে। কর্মসূচী যেন তাদের কাছে কৌতুহলোদ্দীপক হয় এবং কাঙ্খিত কাজ ও সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশের সহায়ক হয়।

প্রতিটি কর্ম-প্রয়াসে শিক্ষার্থীর কাজ হলো :

(১) কর্ম-পরিবেশ পর্যবেক্ষণ এবং সমস্যা সনাক্তকরণ।

(২) কর্ম-পরিবেশে অংশগ্রহণ এবং অকেজো বোধে বর্জিত বস্তুগুলি থেকে প্রয়োজনীয় অথবা সুন্দর কারুকার্যময় বস্তু তৈরি করা।

(৩) প্রয়োজনীয়/সুন্দর কারুকার্যময় বস্তু বেশি সংখ্যায় তৈরি করা।

আপনার বিদ্যালয় পরিবেশে যে সকল প্রকল্প গ্রহণ করা সম্ভব তার একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

আপনারা সকলেই অভিজ্ঞ শিক্ষক। আপনাদের কিছু সহকর্মীকে সহজেই আপনি চিহ্নিত করতে পারবেন যারা কোন না কোন কর্ম-প্রয়াসে দক্ষতা অর্জন করেছেন এবং যারা সেই কর্ম-প্রয়াস সকলের কাছে প্রদর্শন করতে ইচ্ছুক।

কোন না কোন কর্ম-প্রয়াসে বিশেষজ্ঞ শিক্ষক যারা তাদের অভিজ্ঞতা প্রদর্শন করতে ইচ্ছুক তাদের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

আপনি বেশ কিছু সংখ্যক কর্ম-প্রয়াস দেখলেন এবং আপনার সহযোগী অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে আলোচনা করলেন।

আপনি যে কর্ম-প্রয়াসগুলি দেখলেন এবং নিজে শিখতে ও রূপদান করতে ইচ্ছুক সে-রকম পাঁচ থেকে দশটি কর্ম-প্রয়াস সনাক্ত করুন।

আপনারা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে উপরে সনাক্ত একটি কি দুটি কর্ম-প্রয়াস বেছে নিয়ে ঐ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের পরিচালনায় ব্যক্তিগত-ভাবে এবং যৌথভাবে ঐ কর্ম-প্রয়াস চালিয়ে যান।

আপনাদের বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ের বিষয় শিক্ষক আছেন। কর্মশিক্ষা পাঠক্রমের একমাত্র এলাকা যেখানে বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষকই অংশগ্রহণ করতে পারেন। প্রত্যেক বিষয় শিক্ষক তার বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্ম-প্রয়াসের কথা চিন্তা করতে পারেন। এরূপ বিষয় ভিত্তিক কর্ম-প্রয়াস শিক্ষার্থীদের কাজের মাধ্যমে শিক্ষালাভে অনুপ্রাণিত করতে পারে। কর্মশিক্ষা বা বৃত্তিমূলক শিক্ষার সঙ্গে জড়িত শিক্ষকগণ ছাড়াও এই সব প্রকল্পে আঞ্চলিক বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। মাধ্যমিক স্তরে এরূপ ব্যবস্থা বিশেষভাবে প্রয়োজন।

বিভিন্ন বিষয় শিক্ষকগণ কি কি কর্ম-প্রয়াস সংগঠিত করতে পারেন তার সুপারিশ করুন। ঐরূপ কর্ম-প্রয়াসের বিষয় ভিত্তিক একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

প্রযুক্তিবিদ্যা এলাকায় তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক শিক্ষাদানে যারা বিশেষজ্ঞ তাদের সাহায্য আংশিকভাবে হলেও নিয়মিতভাবে নেওয়ার ব্যবস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পাঠক্রম তৈরির কাজে বিভিন্ন উৎপাদনকারী সংস্থার মালিক এবং ঐ সকল উৎপাদন ভোগকারীদের সংযুক্ত করা উচিৎ।

সম্পদ ঃ

কর্মশিক্ষার কর্মসূচী আপনার বিদ্যালয়ে চালু করার জন্য প্রারম্ভিক সুযোগ সুবিধা পাবেন, কিন্তু বিভিন্ন ধরনের কর্মশিক্ষা প্রকল্প রূপায়নের জন্য সমাজ থেকে সম্পদ সংগ্রহের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

> আপনার বিদ্যালয়ে কর্মশিক্ষার কর্মসূচী চালু করার জন্য সমাজ থেকে কি কি সম্পদ সংগ্রহ করতে পারবেন তা চিন্তা করুন। সমাজ থেকে যে সম্পদ ও সম্পন্ন ব্যক্তি সংগ্রহ করা সম্ভব তার একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

কর্মশিক্ষা প্রকল্পে উৎপাদিত দ্রব্যের বিলি-ব্যবস্থা ঃ

অনেক কর্মশিক্ষা প্রকল্পের মাধ্যমে কিছু কিছু বস্তু উৎপাদিত হবে। সেগুলির বিলি-ব্যবস্থার উপযুক্ত উপায় খুঁজে দেখতে হবে। উৎপাদিত বস্তুগুলির চাহিদার পরিমাণ অগ্রিম আঁচ করে নেওয়া প্রয়োজন। বিদ্যালয় সমবায়িকার মাধ্যমে, বিদ্যালয়ের কোন অনুষ্ঠানের সময় প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে, স্থানীয় দোকানদারদের সঙ্গে ব্যবস্থা করে এবং অন্যান্য বিদ্যালয় ও সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ করে উৎপাদিত বস্তুগুলির বিক্রির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে উৎপাদিত বস্তুর প্রকৃতি বিচার করে প্রকল্প নির্বাচন করতে হবে।

মূল্যায়ন ঃ

সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে অভ্যন্তরীণ, নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের ব্যবস্থা করতে হবে এবং তা শিক্ষার্থীর সম্পাদিত কার্য-রেকর্ডে দেখাতে হবে। তত্ত্ব এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজ অবিচ্ছেদ্যভাবে মূল্যায়ন করতে হবে। ব্যবহারিক কাজের উপরই বেশি গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

অন্যান্য বিষয়ের মূল্যায়ন যে গুরুত্ব ও মর্যাদা লাভ করে, কর্মশিক্ষার মূল্যায়নকেও একই রকম গুরুত্ব ও মর্যাদা দিতে হবে। শিক্ষার্থীর কাজের মূল্যায়নের সময় দক্ষতার উপর বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। মনে রাখতে হবে কর্মশিক্ষা মূলতঃ একটি 'কর্মোদ্যগ' **'doing subject'** বিষয়, কাজেই প্রকৃত কাজ করার উপরই সর্বাধিক নজর দিতে হবে।

মাধ্যমিক স্তরের শেষে চূড়ান্ত পরীক্ষায় বহিঃপরীক্ষক দ্বারা মূল্যায়ন বাঞ্ছনীয় নয়। তবে বহিঃপরীক্ষকের দ্বারা মূল্যায়নের ব্যবস্থা না থাকার ফলে যদি কর্মশিক্ষার কর্মসূচীতে ব্যাঘাত ঘটে তাহলে বহিঃপরীক্ষক দ্বারা মূল্যায়নের ব্যবস্থা করতে হবে। সেক্ষেত্রে এমন একটি বিদ্যালয় গুচ্ছ থেকে বহিঃপরীক্ষক নিয়োগ করতে হবে, সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়টি সেই বিদ্যালয় গুচ্ছের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে। এটি একটি উন্নত ধরনের বিকল্প পদ্ধতি।

কর্মশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকগণ নিয়মিতভাবে প্রগতি-রেকর্ড রাখবেন। প্রতি শিক্ষার্থীও তার নিজস্ব রেকর্ড-কার্ড রাখবে।

কর্মশিক্ষার ক্ষেত্রে মূল্যায়নের রূপরেখার একটি ছক চিন্তা করুন। আপনার বিদ্যালয়ে ব্যবহারের জন্য একটি ব্যাপক কিন্তু কার্যত সম্ভব একটি ছক তৈরি করুন।

ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত কর্মশিক্ষা :

উদ্দেশ্য :

(১) বিভিন্ন উৎপাদনশীল কাজে অংশ গ্রহণ করতে উৎসাহিত করা।

(২) শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রাক্-বৃত্তিমূলক শিক্ষার সম্বন্ধে সচেতন করা।

(৩) ইতিবাচক মনোভাব ও মূল্যবোধ জাগ্রত করা।

(৪) বিভিন্ন উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত বৈজ্ঞানিক নীতিগুলির সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় ঘটানো।

বিভিন্ন কর্ম-প্রয়াসের সুপারিশ

(ক) আবশ্যিক কর্ম-প্রয়াসসমূহ : গৃহসজ্জা ও পরিচ্ছন্নতা, বিদ্যালয় ও সমাজ, বর্জিত বস্তু সমূহের স্বাস্থ্যসম্মত বিলি-ব্যবস্থা, রাস্তা মেরামত, বৃক্ষ রোপণ, ছোট বয়সের শিশুদের তত্ত্বাবধান, পারিবারিক বিল প্রভৃতি মেটানো, প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের পাঠ-গ্রহণে সাহায্য করা, শিশুদের

উচ্চতা ও ওজন মাপা এবং তা রেকর্ড করা, রোগ প্রতিরোধ সম্পর্কে চার্ট ও পোষ্টার তৈরি করা।

(খ) ঐচ্ছিক কর্মসূচী : বিদ্যালয় চত্বর সংরক্ষণ ; বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র মেরামত ; বাসগৃহ সংরক্ষণ ; পোষাক-পরিচ্ছদের যত্ন নেওয়া ; সাবান তৈরি ; জিনিসপত্র পরিষ্কার করার পাউডার তৈরি ; ষ্টেশনারী তৈরি ; পুস্তক বাঁধাই ; চক, ডাষ্টার, অপ্রয়োজনীয় কাগজ পত্র ফেলার ঝুড়ি, ইত্যাদি তৈরি ; সমবায় ক্যান্টিন পরিচালনা ; কার্ডবোর্ডের কাজ ; খেলনা তৈরি, চেয়ারে বেতের কাজ ; কাঠের কাজ ; শোভাবর্ধক এবং ভেষজ জাতীয় উদ্ভিদ সংগ্রহ, শাক-সবজির গাছ উৎপাদন, ফল সংরক্ষণ, গৃহে ব্যবহৃত জিনিসপত্রের মেরামত, পোষাক-পরিচ্ছদ তৈরি, প্ল্যাষ্টার অব প্যারিশের কাজ।

নবম ও দশম শ্রেণীতে কর্মশিক্ষা :

উদ্দেশ্য :

(১) শিক্ষার্থীদের সুনির্দিষ্ট প্রাক্-বৃত্তিমূলক কাজে অভিমুখীকরণ।

(২) উৎপাদনশীল ও নৈপুণ্যমূলক কাজে শিক্ষার্থীদের বিকাশ সাধন।

(৩) সমাজে অর্থবহ পরিবেশ সংরক্ষণ এবং সুস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যরক্ষার বিভিন্ন অবস্থার উন্নতি সাধন ব্যবস্থার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের জড়িত করা।

(৪) শিক্ষার্থীদের মধ্যে কাজের মর্যাদাবোধ ও কাঙ্খিত মূল্যবোধ সঞ্চারিত করা।

বিভিন্ন কর্ম-প্রয়াসের সুপারিশ

(ক) আবশ্যিক কর্ম-প্রয়াসসমূহ : ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণীতে যে সকল কর্ম-প্রয়াসের কথা বলা হয়েছে তা ছাড়া এই স্তরে আরও কয়েকটি কর্ম-প্রয়াস চিন্তা করা যেতে পারে। সেগুলি হলো বাস/ট্রেনের সময় তালিকার ব্যবহার ; শিক্ষোপকরণ তৈরি ; বিদ্যালয় প্রদর্শণী, বনভোজন ভ্রমণ, শিক্ষামূলক ভ্রমণ, প্রাথমিক চিকিৎসা ; যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ ; বৃক্ষ রোপণ ; কীট-পতঙ্গ ইত্যাদির ধ্বংসকারী কাজ নিয়ন্ত্রণ ; সমাজে বসবাসকারী লোকজনের পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের অবস্থা জানার প্রচেষ্টা, বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ ; কোন সংঘবদ্ধ স্থানে শিশুদের তত্ত্বাবধান ; হাসপাতাল. মেলা, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, দুর্ঘটনায় স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করা।

(খ) ঐচ্ছিক কর্মসূচী : বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ উৎপাদন ; পোলট্রি পরিচালনা, পাঁউরুটি বিস্কুট ইত্যাদি উৎপাদন ; ফল ও খাদ্য সংরক্ষণ, অপ্রচলিত শক্তির উৎস সংক্রান্ত প্রকল্প ; মৌমাছি, রেশমগুটি পালন, ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদের চাষ, মৎস্য পালন ; ছাপার কাজ ; রং করার কাজ ; গৃহে ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির মেরামত ; সূচী শিল্প ; টাইপ করার কাজ ; সমবায়িকা, শিক্ষার্থীদের ব্যাঙ্ক এবং বইএর ব্যাঙ্ক পরিচালনা। এছাড়া পূর্ববর্তী শ্রেণীগুলিতে যেসব কর্মসূচীর কথা বলা হয়েছে তাও গ্রহণ করা যেতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ ১৯৭৪ সাল থেকেই কর্মশিক্ষা চালু করেছে। কর্মশিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থির করে কর্মসূচীও তৈরি করা হয়েছে। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে এর রূপান্তর ঘটেছে। আপনারা বর্তমানে কর্মশিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ যা নির্দেশিত করা হয়েছে এবং যে সব প্রকল্প যে সকল স্তরের জন্য নির্ধারিত আছে তার সঙ্গে নিশ্চয়ই পরিচিত আছেন। এই আলোচনার সঙ্গে তা মিলিয়ে দেখুন এবং দলগত আলোচনার মাধ্যমে কর্মশিক্ষাকে আরও সমৃদ্ধ রূপ দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ দিন।

স্বাস্থ্য ও শারীর শিক্ষা :

শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক স্তরে সম্পূর্ণ বিকশিত অবস্থাকেই স্বাস্থ্য বলা হয়। রোগ ও রুগ্নতা থেকে নিরাপদে থাকাকেই স্বাস্থ্য বলে ভুল করলে চলবে না। স্বাস্থ্য একটি ইতিবাচক ধারণা। এ থেকে যা বোঝা যায় তা হলো :

(i) বেশী পরিমাণ কাজ, শরীর সঞ্চালন, অঙ্গ সঞ্চালক সামর্থের বিকাশ।

(ii) প্রয়োজনীয় এবং সুসমঞ্জস খাদ্য গ্রহণ ক্ষমতা,

(iii) পর্য্যাপ্ত পরিমাণ বিশ্রাম, নিদ্রা এবং চিত্ত বিনোদন,

(iv) নিরাপদ জীবনযাত্রার মনোভাব,

এবং (v) মানুষের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক

স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষা সংক্রান্ত কর্ম-প্রয়াসকে বিদ্যালয়ের অন্যান্য কর্মসূচীর সঙ্গে যতটা সম্ভব সংযুক্ত করে পরিকল্পিত ও সংগঠিত করতে হবে।

স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষার সম্বন্ধে এই আলোচনা আপনাকে যে-ধারণাগুলি গড়ে তুলতে সাহায্য করবে সেগুলি হলো :

(১) স্বাস্থ্যের ধারণা এবং স্বাস্থ্য যেসব উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয় সেই সম্বন্ধে সচেতন হওয়া।

(২) শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যে-সব সাধারণ সমস্যা দেখা দেয় সে সম্বন্ধে সচেতন হওয়া।

(৩) স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অভ্যাসগুলির অনুশীলন করান।

(৪) খেলাধূলায় অংশগ্রহণের জন্য দক্ষতার বিকাশ ঘটানো।

(৫) শিক্ষার্থীদের মধ্যে খেলোয়ারী মনোভাব গড়ে তোলার ব্যাপারে বিদ্যালয়ে পরিবেশ সৃষ্টি করা।

পথ নির্দেশ ঃ

যে কয়েকটি বিষয় শিক্ষকদের বিচার করা প্রয়োজন সেগুলি হলো ঃ

স্বাস্থ্য ও শারীর শিক্ষার প্রকৃতি সম্পূর্ণভাবে প্রথামুক্ত। কাজেই শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই বাধাহীনভাবে চলতে সক্ষম। শিক্ষার্থীর মধ্যে যা সর্বোত্তম তাকে উন্মোচিত করাই শিক্ষকের কাজ হবে। কোন একটি বা দুটি খেলায় ভাল দল গঠন করতে পারাই শিক্ষকের সন্তুষ্টির কারণ হওয়া উচিৎ নয়; যেহেতু এতে কয়েকজন সমর্থ শিক্ষার্থী মাত্র অংশগ্রহণ করে থাকে। স্বাস্থ্য ও শারীর-শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মপ্রয়াস ও কর্মসূচী এমনভাবে পরিকল্পিত হওয়া উচিৎ যে সকল ছাত্রই তার শিক্ষা, সামর্থ এবং প্রয়োজন অনুসারে এতে যোগ দিতে পারে। কেবল শারীর-শিক্ষক তার কাজ ভাল ভাবে করছে এটাই সকল শিক্ষকের সন্তুষ্টির কারণ হওয়া উচিৎ নয়। প্রত্যেক শিক্ষককেই শারীরশিক্ষার কর্ম-প্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত হওয়া উচিৎ। প্রত্যেক শিক্ষককেই যেমন শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে, তেমনি তাদের শারীরিক বিকাশ সাধনের কাজেও এগিয়ে আসতে হবে। অনেক সময় স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষার ব্যাপারে সঠিক কর্মসূচী সংগঠিত না করার জন্য বিদ্যালয়ে অপর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধার উপর দোষারোপ করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বেশ কিছু সংখ্যক কর্ম প্রয়াস পরিবেশ এবং সমাজ থেকে প্রাপ্ত সম্পদ ব্যবহার করেই সংগঠিত করা যায়, তার জন্য কোন অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয় না।

(ক) বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ স্বাস্থ্যশিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্ম-প্রয়াসের যে ন্যূনতম কর্মসূচী সংগঠিত করতে পারেন সেগুলি হলো ঃ

(i) শিক্ষার্থীদের চোখ, কান, দাঁত, নাক, গলা, ত্বক, চুল ইত্যাদি সংক্রান্ত ব্যাধি, যার জন্য চিকিৎসার প্রয়োজন, সেগুলিকে সনাক্ত করা।

(ii) উপরোক্ত ব্যাধি—তা কম বা বেশি যাই হোক—যে-সব শিক্ষার্থীর আছে, পরিস্থিতি অনুসারে তাদের চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, হাসপাতাল প্রভৃতির কাছে পাঠানো।

(iii) কোন রুগ্ন শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্যোদ্ধারে যে-সকল চিকিৎসা প্রয়োজন সে সম্বন্ধে চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ এবং অভিভাবকের সঙ্গে আলোচনা

(iv) স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে চিকিৎসা ব্যবস্থার সুপারিশ করা, যাতে শিক্ষার্থী সুস্থ ও সবল দেহের অধিকারী হয়।

(v) বিভিন্ন ধরণের সংক্রামক রোগ প্রতিশেধক ব্যবস্থা নেওয়া। এই প্রতিশেধক ব্যবস্থা যেমন বিদ্যালয়ে নিতে হবে, তেমনি পরিবারের সভ্যদের ব্যাপারেও নজর দিতে হবে।

(vi) পুষ্টির অভাব বা অন্যান্য যে সব কারণে শিক্ষার্থীর শারীরিক বিকাশ ব্যাহত হয় সেগুলি সনাক্ত করা, শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিবরণ রাখা এবং অভিভাবকের সঙ্গে পরামর্শ করা।

(vii) স্বাস্থ্য শিক্ষা-প্রয়াস চালানোর জন্য স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতে হবে।

(খ) শারীরশিক্ষা সংক্রান্ত কর্ম-প্রয়াসের কর্মসূচী স্থির করে নিতে হবে। নিম্নলিখিত কিছু কর্ম-প্রয়াস সুপারিশ করা হচ্ছে :

(i) দৈনিক কর্ম-প্রয়াসের কর্মসূচী তৈরি। বিদ্যালয়ে উপযুক্ত অঞ্চল পাওয়ার উপর নির্ভর করে শিক্ষার্থীদের বয়স ও স্বাস্থ্যের অবস্থার উপর নির্ভর করে প্রায় অর্ধ কিলোমিটার হাঁটা বা দৌড়ানোর কর্মসূচী গ্রহণ করা।

(ii) উন্মুক্ত স্থানে খেলা, গৃহাভ্যন্তরে খেলা, মল্লক্রীড়া, যোগ ব্যায়াম প্রভৃতি কর্ম-প্রয়াসের একটি ব্যাপক পরিকল্পনা তৈরি করা এবং তাতে অংশ গ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীদের শ্রেণী বিভক্ত করা। যাতে সকলেই বিভিন্ন কর্ম-প্রয়াসে অংশ গ্রহণ করতে পারে তার জন্য পালাক্রমে বিভিন্ন দলকে বিভিন্ন কর্ম-প্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

(iii) দুপুরে বা খাওয়ার ঠিক আগে বা পরে শারীরিক কর্ম-প্রয়াস পরিচালনা করা ঠিক নয়। শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন ও শারীরিক অবস্থা বিচার করে সময় নির্ধারিত করতে হবে।

(iv) যে সব বিদ্যালয়ে শারীরশিক্ষক আছেন, তাদের প্রতি শ্রেণীতে সপ্তাহে অন্তত ২ দিন শারীরশিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন এবং অঙ্গ সঞ্চালন সংশ্লিষ্ট

যে সকল কর্ম-প্রয়াস অপরিহার্য সেগুলি এবং বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা অর্জনের উপযুক্ত কর্ম-প্রয়াস শিক্ষার্থীদের শেখানোর ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন। এই সব কর্ম-প্রয়াস অন্যান্য শিক্ষকদের পর্যবেক্ষণ করাও বাঞ্ছনীয়। তার ফলে তারাও অঙ্গ সঞ্চালন ও অঙ্গভঙ্গিমার এই সব কর্ম-প্রয়াস অনুসরণে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করতে পারবেন।

(v) মাধ্যমিক শিক্ষার প্রথম স্তরে শারীরশিক্ষাকে কেন্দ্র করেই অন্যান্য কর্ম-প্রয়াস গড়ে ওঠা উচিৎ। সম্পূর্ণ প্রথামুক্ত পরিবেশে সেই সব খেলাধূলার ব্যবস্থা করাই উচিৎ যেগুলি শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় হয়।

বিভিন্ন কর্ম-প্রয়াসের সুপারিশ :

কর্মশালায় অংশ গ্রহণকারী শিক্ষকগণ নিম্নলিখিত কর্ম-প্রয়াসগুলি আলোচনা করতে পারেন এবং সামর্থ অনুসারে বিদ্যালয়ে পরিচালনা করতে পারেন।

সপ্তাহে শিক্ষার্থীরা সাধারণত যে সকল খাদ্য গ্রহণ করে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করুন। শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন এবং পুষ্টিগত উপাদানের কথা চিন্তা করে এই তালিকা বিশ্লেষণ করুন। স্থানীয় সমাজের রীতিনীতি ও আথিক ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে কোনগুলি বর্জন করা উচিৎ এবং আরও কি কি সংযোজিত হওয়া উচিৎ তা স্থির করুন।

আপনি যে বয়সের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিচ্ছেন তাদের শারীরিক, বৌদ্ধিক, প্রক্ষোভিক এবং সামাজিক বিকাশের বৈশিষ্ট্যগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করুন। আপনার বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষার যে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন তার সঙ্গে ঐগুলির প্রাসঙ্গিকতা কি?

সংক্রামক রোগগুলির কি কি লক্ষণ? এগুলি প্রতিরোধ করার ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের এবং সমাজকে সচেতন করার জন্য দেওয়াল পোষ্টার, দেওয়াল পত্রিকার জন্য খবর, বিভিন্ন ধরনের বার্তার একটি পরিকল্পনা তৈরি করুন।

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্যের বিবরণ সম্বলিত রেকর্ড-কার্ড তৈরি করুন। আপনার সহকর্মীদের কাছে তা উপস্থাপিত করে আলোচনা করুন এবং রেকর্ড-কার্ডটি চূড়ান্ত করুন। এটিকে আপনি বিদ্যালয়ে বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারবেন।

বিদ্যালয়ে, খেলারমাঠে, বিদ্যালয়ের পরীক্ষাগারে বা বিদ্যালয়ের বাইরে কারো যদি কোন দুর্ঘটনা বা আঘাত প্রাপ্তি ঘটে সে সময় কি ব্যবস্থা নিতে হবে সে সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের অবহিত করার জন্য শিক্ষাবর্ষের প্রথমেই একটি নির্দেশনা তৈরি করুন।

বারান্দায় চলাফেরা; স্নানাগার, শৌচাগার ও প্রস্রাবাগার প্রভৃতির ব্যবহার; পানীয় জল ও অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত জল, দুপুরের খাবার, জল খাবার, বিদ্যালয়ের বাইরে খাবার বিক্রয়কারীদের কাছ থেকে খাবার কেনা; বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার, দরজা ও জানালার ব্যবহার প্রভৃতি ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের কি রকম আচরণ পালন করা উচিৎ সে সম্বন্ধে নির্দেশনা তৈরি করুন।

নিজের চিকিৎসা নিজে করার প্রচেষ্টা না করার প্রয়োজনীয়তা এবং অঞ্চলে যে-সব চিকিৎসার সুযোগ আছে তা কিভাবে গ্রহণ করা যায় সে সম্বন্ধে একটি নির্দেশনা তৈরি করুন।

স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষা এলাকায় শিক্ষার্থীদের আপনি যে সকল কর্ম-প্রয়াসে সাহায্য করতে পারেন, তার একটি তালিকা প্রস্তুত করুন। আর কোন্ কোন্ কর্ম-প্রয়াসে আপনি দক্ষতা অর্জন করতে ইচ্ছুক তার একটি তালিকা প্রস্তুত করুন। এগুলি সম্বন্ধে আপনার সহকর্মী শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করুন।

বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর জিনিস ব্যবহার করার, খাওয়া বা পান করার অনিষ্টকারিতা ব্যাখ্যা করার জন্য শিক্ষার্থীদের এবং আপনার সহকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে আপনি কিভাবে সামাজিক স্বাস্থ্যসূচী সম্বন্ধে প্রচার কার্য চালাবেন ? এই অভিযানে আপনি স্থানীয় সমাজ, তাদের নেতৃবর্গ, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সহযোগিতা কিভাবে চাইবেন ?

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য শারীর শিক্ষায় কর্মপ্রয়াস সম্বন্ধে সুপারিশ ঃ

(ক) ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জন্য

(i) শিক্ষার্থীদের বয়স ও সামর্থের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রাথমিক স্তরে খেলা, অঙ্গ-সঞ্চালন ও অন্যান্য কর্ম-প্রয়াস আরও জোরদার করা।

(ii) প্রতিযোগিতা স্তরে সাধারণমানের খেলাধূার সংগঠন।

(iii) বিভিন্ন খেলায় দক্ষতা, দলগত খেলায় ঐ দক্ষতার ব্যবহার।

(iv) আম্পায়ার, রেফারি ও দলনেতার সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া এবং খেলোয়ারী মনোভাব সৃষ্টি।

(v) দীর্ঘ লম্ফন, উচ্চ লম্ফন, বিভিন্ন ধরনের নিক্ষেপ করার ক্রীড়া।

(vi) বিস্তীর্ণ এলাকার খেলা—যেমন ফুটবল, হকি, বাস্কেটবল ইত্যাদি।

(vii) যৌথ খেলা—যেমন ব্যাডমিণ্টন, টেবিল টেনিশ, কাবাডি, খো খো।

(viii) প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়া—মল্লযুদ্ধ. মুষ্টিযুদ্ধ, জুডো ইত্যাদি।

(ix) শরীরচর্চার বিভিন্ন প্রণালী।

(x) উচ্চমানের যোগাসন।

(xi) পাহাড়ে চড়া, ট্রেকিং ইত্যাদি।

(xii) ছন্দপূর্ণ খেলাধূলা।

(xiii) সুযোগ থাকলে জল ক্রীড়া।

(xiv) সাইকেল চালানো ইত্যাদি।

(খ) নবম ও দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য

পূর্বের তালিকায় যে সব কর্ম-প্রয়াসের কথা উল্লিখিত হয়েছে তা ছাড়াও নিম্নলিখিত কর্ম-প্রয়াসগুলি সংগঠিত করা যেতে পারে ঃ

(i) ফুটবল, হকি, বাস্কেটবল, ভলিবল, কাবাডি, খো খো এবং অন্যান্য দলগত ক্রীড়া এবং এই সঙ্গে জড়িত সকল নিয়ম জানা।

(ii) মল্লক্রীড়া, অলিম্পিকের সকল ক্রীড়া এবং তার সঙ্গে জড়িত সকল নিয়ম জানা।

(iii) প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়া—মল্লযুদ্ধ, ক্যারাটে, জুডো এবং মুষ্টিযুদ্ধ।

(iv) ব্যক্তিগত ও দলগত ক্রীড়াসমূহ—ব্যাডমিণ্টন, টেবিল টেনিস ইত্যাদি।

(v) পাহাড়ে চড়া, ট্রেকিং, রাস্তায় সাইকেল চালানো ইত্যাদি।

শিক্ষক হিসাবে আমাদের একটি প্রধান ভূমিকা হলো শিক্ষার্থীদের সুস্থ জীবন যাপনের ব্যবস্থা করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শারীরিক বৃদ্ধি ও বিকাশের দিকে আমাদের তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে। শিক্ষার্থীর নিরোগ স্বাস্থ্য গঠনে এবং অন্য যে সব উপাদান শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য গঠনে প্রভাবিত করে সেদিকেই আমাদের লক্ষ্য দিতে হবে।

প্রশিক্ষণ সহায়িকায় শারীরশিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা রয়েছে। ১৯৭৪ সাল থেকেই পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্ শারীর শিক্ষা প্রবর্তন করেছেন। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এর অনেক পরিবর্তনও ঘটেছে। শারীরশিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং কর্মসূচী যা বর্তমানে নির্ধারিত আছে তার সঙ্গে বর্তমান আলোচনাকে মিলিয়ে দেখুন এবং দলগত আলোচনার ভিত্তিতে আপনাদের সুপারিশ রাখুন। এ প্রসঙ্গে একথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে স্বাস্থ্যশিক্ষাকে শারীরশিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করার কথা পর্ষদ চিন্তা ভাবনা করছেন।

ইউনিট ৭ ঃ মাধ্যমিক স্তরে নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন ও পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার (মঃ 20S)

মূল্যায়নের সঙ্গে যারা জড়িত তারা দৃঢ়ভাবেই অনুভব করেন যে প্রচলিত মূল্যায়ন পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি করছে। এর কারণ প্রচলিত মূল্যায়ন ব্যবস্থা দ্বারা মূল্যায়নের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে না। শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার সঙ্গে পরীক্ষা ব্যবস্থার যে সংযোগ থাকার প্রয়োজন তা না থেকে পঠন-পাঠন পরীক্ষার উপরই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে যা মোটেই কাম্য নয়।

প্রকৃতপক্ষে মূল্যায়নকে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গণ্য করা উচিৎ। বৌদ্ধিক, প্রক্ষোভিক ও সাইকো-মোটর এই তিনটি ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ ঘটানোর জন্যই ব্যাপক মূল্যায়নের প্রয়োজন। কিন্তু প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থায় কেবল বৌদ্ধিক বিকাশেরই মূল্যায়ন করা হয়, ফলে শিক্ষার্থীদের প্রক্ষোভিক ক্ষেত্রে বিকাশের জন্য কোন শিক্ষা প্রয়াস চালানো হয় না এবং শিক্ষার্থীদের ঐ ক্ষেত্রে বিকাশের কোন সুযোগই ঘটে না। নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের লক্ষ্যই হলো সার্বিক বিকাশের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী কতটা এগিয়ে গেছে তা যাচাই করা এবং একক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর দুর্বলতা চিহ্নিত করে তাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করা।

এই ইউনিটে আপনাদের যে সব বিষয়ের সঙ্গে পরিচিতি ঘটবে সেগুলি হলো :

(১) নিরবচ্ছিন্ন ব্যাপক মূল্যায়নের ধারণা।
(২) বছরের শেষে একটি পরীক্ষা এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর মূল্যায়ন এবং তারপর সংশোধনী পাঠের ব্যবস্থা
(৩) শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া এবং মূল্যায়ন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য শিক্ষকদের ভূমিকা।
(৪) উদ্দেশ্য ভিত্তিক মূল্যায়নের কলা-কৌশল তৈরি করা।
(৫) একক মূল্যায়ন পরিকল্পনার রূপরেখা এবং অভীক্ষা পত্র তৈরি করা।

নিরবচ্ছিন্ন ব্যাপক মূল্যায়নের ধারণা :

(i) উদ্দেশ্য ভিত্তিক :

আপনারা জানেন শিক্ষার উদ্দেশ্য যে জিনিসগুলির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে সেগুলি হলো সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা, অর্থ নৈতিক কাঠামো, মানসিক বিকাশ, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, জাতীয় প্রয়োজন ও অগ্রগতির জন্য আকাঙ্খা এবং বর্তমান জ্ঞান ভাণ্ডার। স্বভাবতই এই উদ্দেশ্যগুলি বৌদ্ধিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে না, প্রক্ষোভিক ক্ষেত্রেও ছড়িয়ে পড়ে, যাতে শিক্ষার্থীর সঠিক বিকাশ ঘটে। এই দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের পঠনীয় বিষয়বস্তু ও কর্মকাণ্ড নির্বাচন এবং শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার সংগঠন এমন-ভাবে হওয়া উচিৎ যেন এগুলি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যগুলি অর্জনে সাহায্য করে। মূল্যায়ন ব্যবস্থাও এরূপ হওয়া উচিৎ যে তার মাধ্যমে যেন বোঝা যায় যে শিক্ষার্থীরা কাম্য শিখন-সামর্থ অর্জনে সক্ষম হয়েছে কিনা, অর্থাৎ যদি কিছু দুর্বলতা থাকে তা চিহ্নিত করা, যার থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌছতে পারব যে পঠনীয় বিষয়বস্তু ও কর্মকাণ্ড নির্বাচন এবং শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় কোন ত্রুটি রয়েছে। এই ত্রুটিগুলি চিহ্নিত করণ এবং সেই অনুসারে এদের পরিবর্তনের ভিত্তি হবে মূল্যায়ন। মূল্যায়ন এরূপ উদ্দেশ্যভিত্তিক হলেই আমরা কাম্য লক্ষ্যে পৌছতে পারব। এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণ সহায়িকায়ও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

> আপনার বিষয় পড়াতে গিয়ে প্রতি শ্রেণীতে বৌদ্ধিক ও প্রক্ষোভিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা যে উদ্দেশ্যগুলি অর্জন করবে বলে আপনি আশা করেন, প্রতি ক্ষেত্রের দুটি উদ্দেশ্য আপনি তালিকাভুক্ত করুন।

(ii) ব্যাপক :

প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থার একটি বড় ত্রুটি হলো পরীক্ষা কেবল বৌদ্ধিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। অন্যান্য ক্ষেত্র পরীক্ষা ব্যবস্থায় স্থান পায় না। এর ফলে শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে পৌছান গেল কিনা তা জানা সম্ভব হয় না। আবার বৌদ্ধিক ক্ষেত্রেও মূল্যায়ন মুখস্থ বিদ্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কাজেই শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের বিকাশের সমন্বয় ঘটানোর লক্ষ্য অপূর্ণই থেকে যায়।

আপনারা এও লক্ষ্য করেছেন যে বৌদ্ধিক ক্ষেত্রের বাইরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর বিকাশ সাধনের সুযোগ লাভের জন্য পাঠক্রমে কর্মশিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষা স্থান লাভ করেছে। বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে অন্যান্য যে-সকল বিষয় পড়ানোর ব্যবস্থা আছে সেগুলির মাধ্যমে এবং বিশেষ করে পাঠক্রমের সহযোগী কর্ম-প্রয়াসের সুপরিকল্পিত কাঠামোর মাধ্যমেও ঐ সকল ক্ষেত্রের লক্ষ্যে পৌছনোর প্রচেষ্টা চালানো যায়। এই সকল ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর বিকাশের জন্য শিক্ষার্থীকে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে পরিচালনা ও তার অবিরত মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এই মূল্যায়ন প্রথাগত পরীক্ষার অংশ নাও হতে পারে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন ক্ষেত্রে সার্বিক বিকাশ সাধনের কথা বিচার করেই ব্যাপক মূল্যায়ন শিক্ষা প্রয়াসের চৌহদ্দির মধ্যে ব্যক্তিত্ব বিকাশের সে-সকল বস্তুকেও বিচার করবে সেগুলি হলো :

(ক) স্বকীয় এবং সামাজিক গুণাবলী (নিয়মানুগতা, সময়নিষ্ঠা, পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস, সহযোগিতা, দায়িত্ববোধ, উদ্যোগ, স্থৈর্য, সমাজ সেবার মনোভাব ইত্যাদি)

(খ) আগ্রহ (সঙ্গীতধর্মী, কলাধর্মী, সাহিত্যধর্মী, ইত্যাদি)

(গ) কাম্য ভঙ্গি (ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতান্ত্রিকতা, গণতান্ত্রিকতা, জাতীয় ঐক্য ও জাতীয় সংহতি, বিদ্যালয়ের কর্মসূচী এবং বিদ্যালয়ের সম্পত্তি সম্বন্ধে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি, ইত্যাদি)

(ঘ) স্বাস্থ্যের অবস্থা (উচ্চতা, ওজন, বক্ষের বিস্তৃতি, রোগমুক্ত থাকা, পরিচ্ছন্নতা, ইত্যাদি)

(ঙ) সহ-পাঠক্রম কর্ম-প্রয়াসে কুশলতা (বিতর্ক, নাট্য, বক্তৃতা, ক্লাবের কাজ, খেলাধূলা, সাঁতার, স্কাউটিং, জুনিয়ার রেডক্রস, ইত্যাদি ক্ষেত্রে—বিদ্যালয় চত্বরে এবং তার বাইরে)

বিদ্যালয়ে ব্যাপক মূল্যায়ন পরিচালনার জন্য এমন একটি নমনীয় পরিকল্পনা রচনা করা প্রয়োজন যা সব ধরণের বিদ্যালয়েই চালু করা সম্ভব—তা সে বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সাজ সরঞ্জাম আদি থাক বা নাই থাক। কতগুলি গুণাবলী যা সকল শিক্ষার্থীরই থাকা আবশ্যিক, যেমন নিয়মানুগতা, সময়-নিষ্ঠা, পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস, খেলাধূলায় যোগদান ইত্যাদি, সেগুলির

মূল্যায়ন অবশ্যই প্রয়োজন। অন্যান্য ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর পছন্দ এবং বিদ্যালয়ের ব্যবস্থার উপর নির্ভর ক'রে সুযোগ দেওয়া যেতে পারে।

এই সকল গুণাবলী মূল্যায়নের জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে—যেমন, বিভিন্ন অবস্থায় শিক্ষার্থীর আচরণের পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ—প্রকৃতই বিদ্যমান অথবা উদ্দীপকের প্রয়োগ মাধ্যমে এবং এই পরিবর্তনগুলি নিয়মিত নথিভুক্ত করণ। ক্রমপুঞ্জিত এই নথিভুক্তি (cumulative record) থেকেই শিক্ষার্থীর অগ্রগতি জানা যাবে।

প্রক্ষোভিক ও সাইকো-মোটর ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সামর্থ অর্জন পরিমাণগত ভাবে যাচাই করা না গেলেও উপরোক্ত মূল্যায়ন কৌশলের মাধ্যমে এগুলি যাচাই করা এবং তার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর সামর্থ অর্জনের ক্ষেত্রে উন্নতির প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। কেবল শিক্ষকেরই নয় অভিভাবক এবং সমাজেরও এই সম্বন্ধে অবহিত থাকা প্রয়োজন ; কারণ তারাও যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টি করে এই সকল গুণাবলী অর্জনে সাহায্য করতে পারেন। এ সম্বন্ধেও প্রশিক্ষণ সহয়িকায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের সামর্থ মূল্যায়নের ব্যাপারে যে পদ্ধতি ও কৃত-কৌশল আপনি ব্যবহার করেন তার সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে লিখুন। আপনার মূল্যায়ন ব্যবস্থা ব্যাপক করার জন্য আপনি আর কি পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেন ?

(iii) নিরবচ্ছিন্ন :

বছরের শেষে একটি পরীক্ষা এবং কোন শ্রেণী থেকে পরের শ্রেণীতে উত্তরণের ক্ষেত্রে কেবল ঐ পরীক্ষার ফলকেই ব্যবহার করার পদ্ধতি সম্বন্ধে আমরা সকলেই অবহিত। এই ব্যবস্থার ফলে যে কতগুলি অবাঞ্ছিত অবস্থার সৃষ্টি হয় তার সঙ্গেও আমরা পরিচিত। বছরের শেষে পরীক্ষার ফলে কিছু নির্বাচিত অংশ পঠন এবং তাও শেষ মুহূর্তে-শিক্ষার্থীদের এই প্রচেষ্টা শিক্ষার উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধেই যায়। এই সমস্যার একমাত্র সমাধান নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন ব্যবস্থা। নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের

শক্তি ও দুর্বলতা সম্বন্ধে নিয়মিত মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব এবং তার ফলে সংশোধনী পাঠের ব্যবস্থা করে শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের যে কাম্য সামর্থ তা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা সম্ভব হয়। কেবল তাই-ই নয় শিক্ষকগণও শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার কাম্য পরিবর্তন সাধন করে শিক্ষাদানকে সার্থক করে তুলতে পারেন। প্রশিক্ষণ সহায়িকায় এ সম্বন্ধেও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

> নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের জন্য শ্রেণী শিক্ষক হিসাবে আপনি কি কি বাস্তব ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন?

শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় এবং মূল্যায়নে একক ব্যবস্থা :

নিরবচ্ছিন্ন ও ব্যাপক মূল্যায়নের সঠিক রূপায়নের জন্য একক ভিত্তিতে পঠন-পাঠন ও মূল্যায়নের কথা চিন্তা করা হয়েছে। এর ফলে শিক্ষাদান সার্থকতায় পর্যবেশিত হবে। এই ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর দুর্বলতা চিহ্নিত হবে এবং তা থেকে সংশোধনী পাঠের নির্দেশ পাওয়া যাবে, কিছু নির্বাচিত অংশ পঠনে শিক্ষার্থীরা উৎসাহিত হবে না, বরং তাদের শিক্ষার গুণগত মানের উৎকর্ষ সাধিত হবে। এই ব্যবস্থায় মূল্যায়ন সম্পূর্ণ শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে বিবেচিত হবে এবং মূল্যায়নকে কেবল কি কি শিখন সামর্থ অর্জিত হল তা যাচাই করার জন্যই ব্যবহার করা হবে না, শিক্ষার মান উন্নয়নের একটি অঙ্গ হিসাবে বিচার করা হবে।

(i) একক কি ?

পাঠ-একক বলতে আমরা তাকেই বোঝাব যা খুবই ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট একগুচ্ছ বিষয়বস্তু, যাকে শিক্ষার্থীরা একটি সংক্ষিপ্ত সময়সীমায় মধ্যে সহজভাবে অনুধাবন করতে পারবে। সাধারণত, কোন একটি বিষয়ের পাঠ্যসূচীর বিশিষ্ট কোন আলোচ্য বস্তু পাঠ-এককের ভিত হিসাবে ধরা হয়। এরূপ কয়েকটি পাঠ-একক মিলে পাঠ্যসূচীর সম্পূর্ণ বিষয়বস্তু সংগঠিত হয়।

(ii) একক-অভীক্ষা

সাধারণত সম্পূর্ণ পাঠ্য বিষয়বস্তু বা তার একটা বিরাট অংশ পড়ানোর শেষে পরীক্ষা নেওয়া হয়। কিন্তু শিক্ষার্থীরা কোন পাঠ-এককের সঙ্গে সম্পর্কিত সামর্থগুলি সঠিক ভাবে অর্জন করল কিনা তা জানার উপরই পরবর্তী পাঠ-এককের পাঠদান নির্ভর করে। তার জন্য প্রতি পাঠ এককের উপর ভিত্তি করেই মূল্যায়ন হওয়া উচিৎ। এর ফলে শিক্ষার্থীদের দুর্বলতা-গুলি চিহ্নিত করে তার সংশোধনী পাঠ দানের পর পরের পাঠ-এককের পাঠ দান করা যায়।

কাজেই একক অভীক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলি হলো :

(ক) মূলতঃ এই অভীক্ষা প্রথা বর্জিত। তবে এই অভীক্ষা প্রথাগতও হতে পারে যদি সঠিক সর্তকতা পালন করা হয়।

(খ) বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত, সুসংবদ্ধ, সম্পূর্ণ এক একটি গুচ্ছের উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে এদের কাঠামো।

(গ) স্বভাবতই কোন পাঠ-এককের পঠন-পাঠন শেষ হলেই এই অভীক্ষা গ্রহণ করা হয়, প্রস্তুতির জন্য সময় দেওয়ার কোন প্রশ্ন ওঠে না।

(ঘ) কোন বিষয়ের উপর পরীক্ষার জন্য কৃৎ-কৌশলের চেয়ে একক অভীক্ষার জন্য কৃৎ-কৌশল অনেক নমনীয়।

(ঙ) একক অভীক্ষার ফল থেকে যে মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হয় তা যেমন সংশোধনী পাঠে ব্যবহার করা যেতে পারে, তেমনি শিখন-শেখানো পদ্ধতির পরিবর্তন করার জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে।

আপনি যে বিষয় পড়াচ্ছেন তার পাঠ-এককগুলি সনাক্ত করুন যার উপর একক-অভীক্ষা পরিচালনা করতে পারেন। আপনি কি-ভাবে একটি সুসমঞ্জস একক-অভীক্ষার পরিকল্পনা করবেন, কিভাবে সেটি কার্যকরীভাবে পরিচালনা করবেন, কিভাবে তার ব্যক্তি নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করবেন এবং তার ফলই বা কিভাবে শিক্ষার্থীর সামর্থের সীমা বৃদ্ধির ব্যাপারে কাজে লাগাবেন ?

(iii) একটি একক-অভীক্ষা এবং বাৎসরিক পরীক্ষার মধ্যে পার্থক্য একটি ভাল প্রশ্ন তৈরি করার জন্য যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার তা একক-অভীক্ষার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কিন্তু একক-অভীক্ষার আরও কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে সেগুলি প্রশ্ন তৈরি করার সময় মনে রাখতে হবে।

(১) সীমিত পাঠ্য বিষয়বস্তু : একক-অভীক্ষার জন্য নির্ধারিত পাঠ-একক-গুলি সাধারণত ছোট হয় এবং ছোট অভীক্ষার মাধ্যমে সম্পূর্ণ পাঠ্যাংশ আবৃত করা যায়।

(২) সময় : একক-পরীক্ষার জন্য সাধারণত এক পিরিয়ড (৩০ মিনিট থেকে ৪০ মিনিট) সময় নির্ধারিত হয়, যার ফলে বিদ্যালয়ের কাজের ব্যাঘাত না ঘটিয়ে বিষয় শিক্ষক তার জন্য নির্ধারিত পিরিয়ডেই অভীক্ষা গ্রহণ করতে পারেন।

(৩) মূল্যমান : এই প্রকার অভীক্ষার জন্য পূর্ণমান ২০ থেকে ২৫ নির্ধারিত হতে পারে।

(৪) উদ্দেশ্য ভিত্তিক পরীক্ষা : কি ধরণের শিক্ষার্থীর জন্য এবং কোন্ সুনির্দিষ্ট পাঠ্যাংশের উপর অভীক্ষা তা নির্বাচনে শিক্ষকের পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে যে সাড়া পাওয়া যাবে তা থেকে শিক্ষকের সার্থকতার মানের একটি চিত্র পাওয়া যাবে।

(৫) প্রশ্নের ধরন : শিক্ষকগণ তাদের পছন্দমত যে-কোন ধরনের প্রশ্ন ব্যবহার করতে পারেন। যদি শিক্ষকগণ একক অভীক্ষা তৈরি করেন ও ব্যবহার করেন, তাহলে তা শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রেরণার শক্তি হিসাবে কাজ করবে।

> একক-অভীক্ষা তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় ধাপগুলি লিখুন।

(iv) একক-অভীক্ষা তৈরি ও ব্যবহারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ধাপ সমূহ :

(ক) পরিকল্পনা-পত্র তৈরি : পরিকল্পনা-পত্রে থাকবে উদ্দেশ্য ভিত্তিক গুরুত্ব, বিভিন্ন উপ-এককের প্রতি গুরুত্ব, প্রশ্নের ধরন, বিকল্প প্রশ্নের সুযোগ এবং বিভিন্ন বিভাগের রূপরেখা।

(খ) ব্লু-প্রিণ্ট তৈরি—যাতে থাকবে উদ্দেশ্য ভিত্তিক প্রতিটি প্রশ্নের অবস্থান, পাঠ্যবিষয়—যার উপর প্রশ্ন তৈরি হবে, প্রশ্নের ধরন এবং প্রতি প্রশ্নের জন্য নির্ধারিত মান।

(গ) প্রশ্ন তৈরি।

(ঘ) প্রশ্নগুলি সংকলিত ও সুগ্রন্থিত করা।

(ঙ) নৈর্ব্যক্তিক ধরনের প্রশ্নের জন্য উত্তর এবং সংক্ষিপ্তধর্মী ও রচনাধর্মী প্রশ্নের জন্য সামর্থভিত্তিক মূল্যমানের বিভাজন।

(চ) প্রশ্নগুলির বিশ্লেষণ।

এই সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা প্রশিক্ষণ সহায়িকায় করা হয়েছে। কর্মশালায় আপনাদের একক-অভীক্ষাপত্র তৈরির কাজও করতে হবে।

ইউনিট ৮ ঃ "বিদ্যালয় গুচ্ছের" ধারণা এবং বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে তার সঙ্গতি বিধান (মঃ 13S, 15S)

এই ইউনিট আলোচনার মধ্য দিয়ে শিক্ষকবৃন্দ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করবেন।

(১) ভারতবর্ষে বিদ্যালয় ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফলে স্বাধীনতাউত্তর যুগে তার যে বিকাশ (কাঠামো, সংগঠন, পরিচালন ব্যবস্থা, পরিধির ক্ষেত্রে) ঘটেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে "বিদ্যালয় গুচ্ছ" (School Complex) এর ধারণার সঙ্গতি।

(২) "বিদ্যালয় গুচ্ছ"-এর ধারণার বিষয়বস্তু এবং তার বিভিন্ন প্রকার ভেদ।

(৩) শিক্ষা-ব্যবস্থায় বিকেন্দ্রীকরণের (পরিকল্পনা রচনা, সংগঠন, প্রশাসন, মানোন্নয়ন কর্মসূচীর ক্ষেত্রে) প্রয়োজনীয়তা এবং এই বিষয়ে "বিদ্যালয় গুচ্ছ"-এর সদর্থক ভূমিকা।

(৪) প্রতিটি তৃণমূল প্রতিষ্ঠান নিজস্ব স্বাতন্ত্র বজায় রেখেও "বিদ্যালয় গুচ্ছ"-এর সদস্য হিসাবে পারস্পরিক সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের শিক্ষার বাতাবরণ উন্নত ও সমৃদ্ধ করতে পারবে।

(৫) কিভাবে একটি সাধারণ কর্মসূচীর ভিত্তিতে সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলি সম্মিলিত হয়ে একটি সংগঠন গড়ে তুলতে পারে এবং তাকে কার্যকরীভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

(৬) বস্তুগত, শিক্ষাগত, পরিচালনাগত ও আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে কি করে অঞ্চলের মোট সম্পদকে সম্মিলিত উন্নয়নের কাজে নিয়োজিত করা যায়।

(৭) "বিদ্যালয় গুচ্ছ"-প্রকল্পের সফল রূপায়নের ফলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের শিক্ষার পরিস্থিতিতে যে উন্নয়নের বাতাবরণ সৃষ্টি হবে তাতে "প্রতিবেশী বিদ্যালয়" (Neighbouring School) নীতি কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করার ভিত্তি গড়ে উঠবে।

(৮) বেশ কিছু ক্ষেত্রে যৌথভাবে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থায় সুযোগ গড়ে উঠায় আর্থিক ব্যয়সংকোচ নীতি সার্থকভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে।

(৯) সর্বোপরি শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন কর্মসূচীর সুষম প্রয়োগ যেমন সম্ভব হবে তেমনি তার ধারাবাহিকতা সুনিশ্চিত হবে।

আমাদের দেশে বর্তমানে যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা চলছে ; বলতে গেলে তার সূচনা সাম্রাজ্যবাদী শাসনের যুগে। সাম্রাজ্যবাদী শাসকশ্রেণীর শাসন ও শোষণ যন্ত্রটি পরিচালনার জন্য উপযুক্ত কিছু লোক তৈরি করাই ছিল তার মূল প্রেরণা। সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষা ছড়িয়ে দেওয়ার কোন মহৎ উদ্দেশ্য তাদের ছিল না। আমেরিকায় শিক্ষা-বিস্তার করতে গিয়ে সেই দেশটাই তাদের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল—এমনি একটি ধারণা সে-সময়ে ইংরেজ শাসক শ্রেণীর মধ্যে বদ্ধমূল ছিল।

যাই হোক ভারতীয় সমাজের উচ্চবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ দেখতে পেলেন যে ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষা নিলে খুব সহজেই সরকারী ও বেসরকারী সওদাগরী প্রতিষ্ঠানে ভাল মাইনের চাকুরী জুটে যায়। তাই ঐ শ্রেণীগুলির প্রত্যক্ষ উদ্যোগে ও আনুকূল্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে লাগলো। অবিভক্ত বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যসত্বভোগী শ্রেণী এই বিষয়ে অগ্রণী অংশ নেন। সামন্ততান্ত্রিক এই শ্রেণীর স্বার্থে ও উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়গুলির চরিত্র সামন্ততান্ত্রিক হবে এটাই তো স্বাভাবিক। তাই সেই আমলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকাংশই পরিচিত হতো—অমুক জমিদার বাবুর স্কুল, অমুক মহারাজার কলেজ, ইত্যাদি বলে। ব্যক্তিগত মালিকানার প্রতিষ্ঠানগুলির কথা ছেড়ে দিলেও, অন্যান্য প্রতিষ্ঠান-গুলির বেশিরভাগই পরিচালিত হতো জমিদার, জোতদার, রায় বাহাদুর, রায় সাহেব, নায়েব, গোমস্তা প্রভৃতি সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীর প্রতিনিধিদের সভাপতিত্বে নয়তো সম্পাদনায়। আর এটাই স্বাভাবিক যে সমাজের উপর যে স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ও শোষণ তারা চালাতে অভ্যস্ত ছিলেন, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিকেও সেই নীতিতেই পরিচালনা করতেন।

স্বাধীনতার পর অন্যান্য দিকের মতো শিক্ষা ক্ষেত্রেও আজ উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে। একটি ন্যূনতম স্তর পর্যন্ত সবার জন্য সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা করার শুভ ইচ্ছা সংবিধানের নির্দেশক নীতিতে স্থান পেয়েছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসাবে জাতি, ধর্ম, ধনী-নির্ধন, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার জন্য সম-মানের শিক্ষার সমান সুযোগ সৃষ্টির কথা ঘোষণা করা হচ্ছে। সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক দিক থেকে পশ্চাৎপদ অংশের মানুষের জন্য শিক্ষার বিশেষ সুযোগ গড়ে তোলার কথা জোর দিয়ে বলতে হচ্ছে। শিক্ষার

সংগঠন, প্রশাসন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক নীতি ও পদ্ধতি কথা আজ স্বীকার করতে হচ্ছে। শাসক শ্রেণীর উদার সদিচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও শিক্ষার জন্য সাধারণ মানুষে আশা ও দাবী ক্রমবর্ধমান। ফলে শিক্ষার পরিধি উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চিরাচরিত পরিধি ছাড়িয়ে নিচের তলার মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। এই বিকাশের ফলে বৃদ্ধিজনিত কিছু সংকট দেখা দিয়েছে।

এই ঐতিহাসিক বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নবিষয়গুলি আলোচনা করা যেতে পারে।

আলোচনার সূত্র ঃ

(১) সাম্রাজবাদী শাসনের যুগের শিক্ষার প্রকৃতি ও চরিত্র কি ছিল ?

(২) স্বাধীনতাউত্তর শিক্ষা-ব্যবস্থায় কি কি পরিবর্তন হয়েছে ?

(৩) বৃদ্ধি জনিত সমস্যাগুলির উপাদান, পরিধি ও প্রকৃতি কি ?

আলোচনার সুবিধার্থে কয়েকটি দিক নির্দেশ করা যেতে পারে—

(১) প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, সংগঠন, পরিচালনা, ব্যাপ্তি, শিক্ষাগত উপাদান ও শিক্ষাগত মানের তুলনামূলক তালিকা—

(২) শিক্ষার কাম্য-বিকাশ অর্থাৎ শিক্ষার সার্বজনীন বিকাশের সম্ভাবনা ও সমস্যা।

(৩) বৃদ্ধিজনিত সমস্যার সংক্ষিপ্ত তালিকা।

আলোচনায় দেখা যাবে যে—শিক্ষা আজ বহুলাংশে সামাজিক বিষয় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষার প্রতিটি স্তরের প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকাংশই আজ সরাসরি সরকারী পর্যায়ে পরিচালিত হয় বা সরকারী অনুদানের উপর নির্ভরশীল। জাতীয় ও রাজ্য স্তরে সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়মনীতি অনুসরণ করে তাদের চলতে হয়। আবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীর সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে, বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার সব কিছু কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করা কঠিন হয়ে উঠছে। উপরিউক্ত আলোচনায় যে সমস্যাগুলি বেরিয়ে আসবে তার অনেকগুলিই এই বক্তব্যকে সমর্থন যোগাবে। তা ছাড়া শিক্ষা সংস্কৃতি প্রধানতই আঞ্চলিক রীতিনীতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়। এ অবস্থায় পরিচালন ও সংগঠনের বিষয়টি যদি কেন্দ্রীয় নিয়ম নীতির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে বিকেন্দ্রীকরণ করা যায় তবে নিশ্চয়ই বিশেষ সুবিধা হবে। এমনি একটি পরিপ্রেক্ষিতে কোন একটি

অঞ্চলের প্রতিবেশী কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যদি নির্দিষ্ট একটি কর্মসূচীর ভিত্তিতে পারস্পরিক সহযোগিতা গড়ে তুলে তবে সংগঠন, পরিচালনা, শিক্ষাগত যৌথ কর্মসূচী, শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন এবং অর্থ নৈতিক সুবিধা পেতে পারে। "বিদ্যালয় গুচ্ছ" (School Complex) প্রকল্পের এই হলো তাত্ত্বিক মর্মবস্তু।

আলোচনা সূত্র :

(১) "বিদ্যালয় গুচ্ছ" ধারণার বিস্তারিত ব্যাখ্যা।

(২) সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলি কি কি সুবিধা পেতে পারে ?

(৩) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সাধারণ মানুষের সঙ্গে তার সংযোগ কি করে বৃদ্ধি পেতে পারে ?

আলোচনার ফলে "বিদ্যালয় গুচ্ছ" প্রকল্প সম্পর্কে শিক্ষকবৃন্দের উপলব্ধি স্পষ্ট হবে।

এর পরই আলোচ্য বিষয় হতে পারে "বিদ্যালয় গুচ্ছে"-এর সাংগঠনিক রূপ কি হতে পারে। এ সম্বন্ধে কয়েকটি কাঠামোর কথা উল্লেখ করা যায়।

(১) কোন একটি অঞ্চলের একই স্তরের (যেমন, প্রাথমিক বা মাধ্যমিক ইত্যাদি) সমস্ত বিদ্যালয় মিলে "অনুভূমিক পর্যায়"-এর (Horizental type) "বিদ্যালয় গুচ্ছ" গড়ে তুলতে পারে।

(২) কোন একটি অঞ্চলের বিভিন্ন স্তরের (যেমন, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক, কলেজ, শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ ইত্যাদি) সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি মিলে একটি "উল্লম্ব পর্যায়"-এর (vertical type) "বিদ্যালয় গুচ্ছ" গড়ে তুলতে পারে।

(৩) আবার কোন অঞ্চলের মাত্র কয়েকটি প্রতিষ্ঠান নিজেদের মধ্যে কিছু কিছু বিষয়ে সাধারণ কর্মসূচীর ভিত্তিতে ঢিলেঢালা (Loose type) পর্যায়ের ' বিদ্যালয় গুচ্ছ" গডে তুলতে পারে।

আলোচনা সূত্র :

(১) বিভিন্ন ধরনের "বিদ্যালয় গুচ্ছের" সম্ভাবনা, সুযোগ খতিয়ে দেখা যায়।

(২) আপনার অঞ্চলে কোন ধরনের "বিদ্যালয় গুচ্ছ" গড়ে তোলা সম্ভব (যুক্তি সহ) ?

(৩) আপনি কি উদ্যোগ নিতে রাজী আছেন ?

নিচে সাধারণভাবে আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় যে কয়েকটি আশু সমস্যা রয়েছে তা উল্লেখ করা হলো—

(১) সাধারণভাবে ব্যাপক নিরক্ষরতার সমস্যা।

(২) সমাজের পশ্চাৎপদ অংশের কাছে শিক্ষার সমান সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার সমস্যা।

(৩) শিক্ষার প্রসারের প্রয়োজনে এবং শিক্ষার জন্য বর্ধিত দাবীর পরি-প্রেক্ষিতে নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সমস্যা।

(৪) শিক্ষার্থীর ক্রমবর্ধমান সংখ্যাবৃদ্ধি জনিত পরিস্থিতিতে শিক্ষার বিভিন্ন উপাদান (বিদ্যালয় গৃহ, উপযুক্ত শিক্ষক, উন্নত শিক্ষোপকরণ, লাইব্রেরী. ল্যাবরেটরী, কর্তব্যরত শিক্ষকদের নবায়ন ইত্যাদি) যোগান দেওয়ার সমস্যা।

(৫) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার (প্রশাসনিক, সাংগঠনিক ও শিক্ষাগত) সমস্যা

(৬) শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন, সর্বস্তরে সম-মানের শিক্ষার ব্যবস্থা করার সমস্যা

(৭) সাধারণভাবে অর্থ সংস্থানের সমস্যা

(৮) শিক্ষার ক্ষেত্রে সমাজের সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতার ক্ষেত্র বিকাশের সমস্যা।

আলোচনা সূত্র ঃ

(১) "বিদ্যালয় গুচ্ছ" প্রকল্প উপরিউক্ত সমস্যার ক্ষেত্রে কিভাবে সার্থক ভূমিকা পালন করতে পারে ?

(২) আপনার নিজস্ব অঞ্চলের বাস্তব পরিস্থিতিতে কিভাবে তা করা যেতে পারে ?

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিকেন্দ্রীকরণ একটি অবশ্যম্ভাবী পদক্ষেপ। আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থায় বিকেন্দ্রীকরণকে কি-ভাবে কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করা যায় তা নিয়ে আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আলোচনা সূত্র ঃ

(১) শিক্ষা পরিকল্পনার বিকেন্দ্রীকরণ

(২) প্রশাসন ও পরিচালন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ

(৩) পরিদর্শন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ

(৪) পরীক্ষা ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ

(৫) প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ

(৬) অন্য কোন ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণ

"বিদ্যালয় গুচ্ছ" সংগঠনের ক্ষেত্রে সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে পারস্পরিক বুঝাপড়া ও সাধারণ কর্মসূচীর ক্ষেত্র নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ কথা কখনই হতে পারে না যে সদস্যগণ তাদের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়ে মিলিত হবে। এটাই স্বাভাবিক যে সম্মিলিত আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তারা একটি নির্দিষ্ট যৌথ কর্মসূচী গ্রহণ করবে। আবার সেই কর্মসূচীর বাস্তব রূপায়নের প্রয়োজনে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একটি সংগঠন গড়ে তুলবে যাতে প্রতিটি সদস্য প্রতিষ্ঠানের অধিকার ও কর্তব্য সম-মানের হবে। মূল লক্ষ্য হবে যৌথ প্রয়াসের মাধ্যমে ব্যাপক অর্থে অঞ্চলের শিক্ষার মান উন্নত করার প্রয়াস। যার চূড়ান্ত ফল হবে শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ।

আলোচনা সূত্র ঃ

(১) সম্ভাব্য সাধারণ কর্মসূচীর রূপরেখাটি কি হবে ?

(২) "বিদ্যালয় গুচ্ছ" পরিচালনার জন্য একটি সাধারণ সংগঠনের কাঠামো ও গঠন পদ্ধতি কি হবে ?

(৩) কোন কোন ক্ষেত্রে সম্মিলিত প্রয়াস এককভাবে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে এবং সম্মিলিত ভাবে সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে উপকৃত করবে ?

বর্তমান কালে দেখা যায় বিভিন্ন কারণে এক শ্রেণীর অভিভাবকদের মধ্যে ভাল স্কুল মন্দ স্কুল বাছাবাছি করার একটি প্রবণতা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এর পিছনে শিক্ষাগত উৎকর্ষ লাভের প্রেরণা যতটুকু আছে তার চেয়ে অনেক বেশি রয়েছে যা, তা হলো শিক্ষা-বহিঃর্ভূত এবং মূলত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি জাত। ফলে দেখা যায় যেখানে সরকারী বা সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলি বিনা বেতনে

বা কম বেতনে ছাত্রছাত্রীদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করে সেখানে তারই পাশাপাশি স্বল্পসংখ্যক ঠাটবাট ওয়ালা ব্যক্তি বা গোষ্ঠী মালিকানায় বা অন্যান্য বেসরকারী পরিচালনাধীন প্রতিষ্ঠান খুবই উচ্চ হারে বেতন ও অন্যান্য ফি আদায় করছে। অনেক সময় এই সব প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ভর্তি করতে উচ্চহারে ডোনেশন দিতে হয়।

এ কথা যদি মেনেও নেওয়া যায় যে বিশেষ বিশেষ সাংগঠনিক, অর্থ-নৈতিক ও প্রশাসনিক কারণে পরিচালনার ক্ষেত্রে অন্যান্য বিদ্যালয় থেকে এরা কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থায় থাকে, আর তারই আকর্ষণে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বচ্ছল ছাত্র-ছাত্রীদের একটি অংশ সেখানে ভিড় করে। এরূপ অবস্থা আগেও ছিল। ইদানিং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি অংশের মধ্যে সেই সব বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়ে ভর্তি করার একটি প্রবণতা দেখা দিয়েছে। কিন্তু সীমিত সংখ্যক সম্ভ্রান্ত পরিবেশের এইসব বিদ্যালয়ের ধারণ ক্ষমতার চেয়েও বেশি চাহিদার ফলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তাতে শিক্ষার সুস্থ পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে। নানা দিক থেকে এই সংকট আজ গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে দায়ী করতে চাইছে। এমনি একটি পরিস্থিতিতে "প্রতিবেশী বিদ্যালয়ের" ধারণাটি খুবই উপযুক্ত। শিক্ষা একটি স্পর্শকাতর বিষয়। আইন করে এই অসুস্থ প্রবণতা মোকাবেলা করা যাবে না, উচিতও নয়। কিন্তু "বিদ্যালয় গুচ্ছ" প্রকল্পের সফল রূপায়ণ বহুলাংশে এই প্রবণতাকে প্রকাশিত করতে পারে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন।

আলোচনার সূত্র :

(১) আপনার বা আপনাদের অঞ্চলে উপরিউক্ত প্রবণতার লক্ষণ থেকে থাকলে তার কারণগুলি চিহ্নিত করুন।

(২) কারণগুলিকে সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও শিক্ষাগত এমনিভাবে ভাগ করতে পারলে ভাল হয়।

(৩) "প্রতিবেশী বিদ্যালয়" ধারণাটিকে বিশ্লেষণ করুন এবং তার সুবিধা অসুবিধাগুলি চিহ্নিত করুন।

(৪) "বিদ্যালয় গুচ্ছ" প্রকল্প উপরিউক্ত কারণগুলি মোকাবেলা করতে এবং "প্রতিবেশী বিদ্যালয়" কার্যক্রমকে সফল করতে কি কি ভূমিকা নিতে পারে ?

(৫) উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যাপক জন-সাধারণের সচেতন সমর্থন ও সক্রিয় সহযোগিতা লাভে "বিদ্যালয় গুচ্ছ" প্রকল্প কি ভূমিকা নিতে পারে তা চিহ্নিত করুন।

ইউনিট ৯ঃ কর্মরত শিক্ষক/শিক্ষিকাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণে বিদ্যালয়ভিত্তিক কর্মশালার গুরুত্ব (মঃ 30S)

শিক্ষা ব্যবস্থার সার্থক রূপায়ণে শিক্ষকের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন সময়ে যত শিক্ষাকমিশন ও কমিটি গঠিত হয়েছে তারা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই সত্য স্বীকার করেছে। ইদানিংকালের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য দলিল কোঠারী কমিশন শিক্ষক সম্পর্কে তার প্রতিবেদন শুরু করেছে এই বলে, "যে-সকল উপাদান শিক্ষার গুণগত মানকে এবং জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার অবদানকে প্রভাবিত করে তার মধ্যে শিক্ষকের শিক্ষাগত মান, পেশাগত যোগ্যতা ও চারিত্রিক গুণাবলী নিঃসন্দেহে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই যথেষ্ট সংখ্যক উন্নতমানের শিক্ষক নিয়োগ করতে পারা, তাঁদের জন্য সর্বোচ্চমানের পেশাগত প্রস্তুতির সুযোগের ব্যবস্থা করা এবং তাঁরা যাতে সফলভাবে নিজেদের কর্তব্য পালন করতে পারেন তার জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাজনক কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করার চেয়ে জরুরী বিষয় আর কিছু নেই।"

উক্ত কমিশন শিক্ষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের বিষয়টি খুবই গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করেছে। শুরুতেই তার কারণ হিসাবে বলেছে, "শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের স্বার্থে শিক্ষকদের জন্য পেশাগত শিক্ষার একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা অবশ্য প্রয়োজন। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য যা খরচ করা হয় তা থেকে উচ্চ হারে প্রতিদান পাওয়া যায়, কারণ লক্ষ লক্ষ শিশুর শিক্ষার মানের যে উন্নয়ন হয় তার সঙ্গে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের আর্থিক ব্যয় তুলনা করলে দেখা যায় যে সে-ব্যয় অতি নগন্য" তাঁরা আরো মন্তব্য করেছেন, "অন্য সমস্ত পেশায় প্রাথমিক প্রস্তুতির পর নিয়ত আরো প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য পড়াশুনার ব্যবস্থা আছে। শিক্ষাগত পেশায় তার প্রয়োজন খুবই জরুরী কারণ জ্ঞান এবং শিক্ষাতত্ত্ব ও ব্যবহারিক কাজকর্মের ক্ষেত্রে যে-দ্রুত অগ্রগতি ঘটছে তাতে এর প্রয়োজন বেড়েই চলেছে।"

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিকে শিক্ষকগণ আলোচনা করতে পারেন।

আলোচনা সূত্র ঃ

(১) শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে শিক্ষকদের ভূমিকার একটি তালিকা তৈরি করা।
(২) শিক্ষকদের সেই ভূমিকা পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সর্তাবলীর তালিকা।
(৩) শিক্ষকদের ব্যক্তিগত গুণাবলীর তালিকা।
(৪) সমাজের দায়িত্বের তালিকা।

বর্তমান যুগ হলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বৈপ্লবিক বিকাশের যুগ। নিত্য নতুন আবিষ্কার ও প্রযুক্তিগত কলাকৌশলের উন্নততর প্রয়োগ সমাজের বৈষয়িক ও শিক্ষা-সংস্কৃতিগত উৎপাদন ও বণ্টনের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী জ্ঞান ও তথ্য সংযোজন করছে। শিক্ষাক্ষেত্রে তার প্রতিফল খুবই স্বাভাবিক। বিভিন্ন বিষয়গত তত্ত্ব ও তথ্য ছাড়াও, শিক্ষাতত্ত্বের নব নব সংযোজন, পঠন-পাঠন ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার পদ্ধতি ও প্রকরণে নতুন নতুন উদ্ভাবন আজ শিক্ষকদের সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসছে। প্রাক্‌-নিযুক্তি প্রশিক্ষণ সত্ত্বেও শিক্ষকগণ তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলতে পারছেন না। ফলে কর্মরত শিক্ষকদের নিরবচ্ছিন্ন নবায়নের প্রশ্নটি সামনে এসেছে।

আলোচনার সূত্র ঃ
দলগত আলোচনার মাধ্যমে কর্মরত শিক্ষকদের মাঝে মাঝে প্রশিক্ষণ দেওয়া কেন প্রয়োজন সেই দিকগুলি চিহ্নিত করা যেতে পারে।

কর্মরত শিক্ষকদের নবায়নের বিষয়টি স্বীকৃত হলে বাস্তবে তা কার্যকরী করার প্রশ্নটি দেখা দেয়। এ বিষয়ে বিবেচনার সময় আলোচনায় যে-বিষয়গুলি আসতে পারে তার কয়েকটি হলো—

(১) বিদ্যালয়ের সংখ্যা।
(২) কর্মরত শিক্ষকদের সংখ্যা।
(৩) প্রশিক্ষণ দেওয়ার সাংগঠনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো।
(৪) পদ্ধতিগত দিক।

এই প্রসঙ্গে কর্মরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য "সামার ইনষ্টিটিউট", ছুটির সময়ে স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ, আলোচনা সভা. শিক্ষা বিষয়ক কর্মশালা, শিক্ষা বিষয়ক ভ্রমণ ইত্যাদির যে ব্যবস্থা প্রচলিত আছে সে সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে।

আলোচনার সূত্র ঃ
(১) আপনি কি কখনো উপরিউক্ত কোন প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অংশ নিয়েছেন?
(২) আপনার মতে এইগুলির উপোযোগিতা কি প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট?
(৩) আপনি বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে কি কি করার পক্ষে?

সীমাবদ্ধ ধারণ ক্ষমতা, সংখ্যার অপ্রতুলতা, আর্থিক অনটন ইত্যাদির ফলে কোন একটি সমাজের কর্মরত শিক্ষকদের খুব নগন্য অংশকেই মাত্র উপরিউক্ত

পদ্ধতিতে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়। যদিও মনে করা হয় যে, অল্প কিছু সংখ্যক শিক্ষককে যদি নতুন নতুন জিনিসের সঙ্গে পরিচিত করে দেওয়া যায় তবে তারা নিজস্ব উদ্যোগে সেই খবরাখবর তার সাথী শিক্ষকদের জানাতে পারবে। এইরূপে আধুনিক উদ্ভাবন, তত্ত্ব ও তথ্য চুঁইয়ে নেমে (downward filtration) গোটা শিক্ষক সমাজকে প্রশিক্ষিত হতে সাহায্য করবে। এই ধারণা বোধ হয় সঠিক নয়।

আলোচনার সূত্র ঃ

(১) আপনারা কি এই তত্ত্ব বিশ্বাস করেন?

(২) আপনাদের অভিজ্ঞতায় যদি এর সমর্থনে বা বিপক্ষে কোন তথ্য থেকে থাকে তবে তা লিপিবদ্ধ করুন।

(৩) বিকল্প কোন পদ্ধতি যদি সুপারিশ করতে চান তবে তা লিপিবদ্ধ করুন।

রাজ্যের প্রত্যন্ত গ্রাম গ্রামাঞ্চলে লক্ষ লক্ষ শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন। তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা অবশ্যই প্রয়োজন। সেই দিক থেকে "বিদ্যালয়-ভিত্তিক কর্মশালা" সংগঠন করতে পারলে নিয়মিত পঠন-পাঠন বজায় রেখেও অল্প সময়ে ও অল্প অর্থব্যয়ে কর্মরত শিক্ষকদের নিয়মিত নানা আবিষ্কার ও নতুন নতুন পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত রাখা যেতে পারে।

আলোচনার সূত্র ঃ

(১) বিদ্যালয়-ভিত্তিক কর্মশালা সংগঠিত করতে হলে তার জন্য কি কি ব্যবস্থা নিতে হবে তা তালিকাবদ্ধ করুন।

(২) প্রয়োজনে একাধিক প্রতিবেশী বিদ্যালয় নিয়ে আঞ্চলিক কর্মশালা করলে কি সুবিধা হতে পারে তা তালিকাবদ্ধ করুন।

(৩) "বিদ্যালয় গুচ্ছ" (School complex) প্রকল্পকে-এর সঙ্গে যুক্ত করলে কি কি বাড়তি সুযোগ হতে পারে বিবেচনা করুন।

বিদ্যালয় ভিত্তিক কর্মশালা সংগঠন করার ব্যাপারটি প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে একটি বিকেন্দ্রীকৃত ব্যবস্থা। সুতরাং তার সাফল্যের জন্য সংগঠন ও পরিচালন ব্যবস্থা বিদ্যালয় স্তরেই গড়ে তুলতে হবে। এ ব্যাপারে পশ্চিম বাংলায় আমাদের একটি বাড়তি সুযোগ রয়েছে। আমাদের এখানে বিদ্যালয় পরিচালন ব্যবস্থায় আইন

সম্মত ভাবে গঠিত স্টাফ্ কাউনসিল, একাডেমিক কাউনসিল, ফিনান্স কমিটি রয়েছে। উপরন্তু শিক্ষার অন্যান্য ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে পূর্ণ সঙ্গতি রেখে এই কাউনসিল ও কমিটিগুলি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের প্রতিনিধিত্ব করে। ফলে বিদ্যালয়ের পরিচালনা ও প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতার ক্ষেত্রে স্টাফ্ কাউনসিল আজ প্রতিটি বিদ্যালয়ে অন্যান্য ভূমিকা পালন করছে অথবা করার কথা। সেইমতো বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা পরিকল্পনা, পরিচালনা করার ক্ষেত্রে একাডেমিক কাউনসিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বহন করে। এ অবস্থায় বিদ্যালয়ের সার্বিক মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে শিক্ষাগত মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে এই দুটি প্রতিষ্ঠানকে কাজে লাগালে খুবই ভাল ফল পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

আলোচনার সূত্র :

(১) আপনাদের বিদ্যালয়ে যে স্টাফ কাউনসিল আছে তার কাঠামো এবং তার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের পরিচালন ও প্রশাসন ব্যবস্থার কি কি কাজ হয় তা তালিকাবদ্ধ করা যেতে পারে।

(২) আপনাদের বিদ্যালয়ে যে একাডেমিক কাউনসিল আছে তার কাঠামোটি কিরূপ এবং তার মাধ্যমে আপনাদের বিদ্যালয়ের কি কি কাজ হয় তা তালিকাবদ্ধ করা যেতে পারে।

(৩) একাডেমিক কাউনসিলের পরামর্শমতো ষ্টাফ্ কাউনসিলের পরিচালনায় বিদ্যালয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মশালা কিভাবে সংগঠিত করা যেতে পারে তার একটি রূপরেখা করা যেতে পারে।

(৪) এই প্রসঙ্গে বিদ্যালয়ের বাইরে থেকে, বিশেষ করে সরকারী শিক্ষা বিভাগ ও ট্রেনিং কলেজগুলি থেকে কি কি উপাদান-উপকরণ পাওয়া দরকার তার একটি তালিকা তৈরি করা যেতে পারে।

(৫) বিদ্যালয়ের ধারাবাহিক মানোন্নয়ন এবং তার গতি অব্যাহত রাখতে ষ্টাফ্ কাউনসিল ও একাডেমিক কাউনসিল কি ভূমিকা নিতে পারে তার একটি রূপরেখা তৈরি করা যেতে পারে।